বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>173 >>21 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭৩ >> << ২১ শে, চৈত্র ১৪২৯>>

দ্রুত কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য হাইড্রোজেন জ্বালানি কৌশল হালনাগাদ করবে জাপান

টোকিও ঃ একটি কার্বন নিরপেক্ষ সমাজ গড়ার গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য জলবায়ু বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হাইড্রোজেন সংক্রান্ত তাদের মৌলিক কৌশল সংশোধন করবে জাপান। প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের সাথে মঙ্গলবার এক বৈঠক করেন। তিনি বলেন, তিনি মে মাসের শেষ নাগাদ ৬ বছর আগে প্রণয়ন করা এই কৌশলটির সংশোধনের পরিকল্পনা করছেন। এই সংশোধনীতে, ২০৪০ সালের মধ্যে হাইড্রোজেনের ব্যবহার ৬ গুণ বাড়িয়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার আহ্বান জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তারা কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে হাইড্রোজেনের বাজার মূল্যের যে পার্থক্য রয়েছে তা পূরণের জন্য ভর্তুকি প্রদান ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিও বিবেচনা করছেন। অন্য একটি ধারণা হচ্ছে ব্যাপক মাত্রায় হাইড্রোজেন ব্যবহার করতে পারা একটি শিল্প চত্বরের উন্নয়ন করা। এইসব পদক্ষেপে তহবিল যোগানোর জন্য, সংশোধিত কৌশলে আগামী ১৫ বছর ধরে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ হিসেবে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি ইয়েন বা প্রায় ১১ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাজার দর
SENSEX : 59106.44 +114.92
NIFTY : 17398.05 +38.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .05 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .37 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

নারায়ণ গোপ সভাপতি এবং শ্যামল মার্ডি আবার সচিব নির্বাচিত

চান্ডিল বাঁধ বিস্থাপিত মৎস্যজীবী স্বাবলম্বী সহকারী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল বাঁধ বিস্থাপিত মৎস্যজীবী স্বাবলম্বী সহকারী বার্ষিক সাধারণ সভা চান্ডিল বাঁধের বোটিং পেলাসে নারায়ণ গোপের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় কমিটির ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হিসাব তুলে ধরেন সচিব শ্যামল মার্ডি। উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশে চেয়ারম্যান নারায়ণ গোপ বলেন, চান্ডিল বাঁধে মৎস্য আহরণের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আশপাশের এলাকায় পর্যটন স্থান গড়ে তোলারও অনেক জায়গা রয়েছে। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোও এসব এলাকা থেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সচিব শ্যামল মার্ডি বলেন, বাস্তুচ্যুত সদস্যরা চান্ডিল বাঁধে স্বরোজগারের জন্য যে প্রকল্প শুরু করতে চান, তাদের কমিটির কাছে আবেদন করতে হবে। কমিটি সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই সময় সাধারণ পরিষদে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। যার মধ্যে সভাপতি নারায়ণ গোপ, সচিব শ্যামল মার্ডি, কোষাধ্যক্ষ কিরণ হেমব্রম এবং পুষ্প গোপ, সীমা হাঁসদা, পানসারি মাঝি, গোমহা হাঁসদা, সুনিতা হেমব্রম, কার্তিক মাহাতো, পঞ্চানন মাহাতো এবং দেবেন মাহাতোকে কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। কমিটির কাজ তদারকির জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে রাসুনিয়া পঞ্চায়েত মুখিয়া মঙ্গল মাঝি, চান্ডিল পঞ্চায়েত মুখিয়া মনোহর সর্দার, বাসুদেব আদিত্যদেব, আকলু ধীবর, উপেন মাহাতো, বাসু ঘুনিয়া, সনাতন মার্ডি এবং ঈশ্বর গোপ মনোনীত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৪টি নতুন কৌশলগত ঘাঁটি চিহ্নিত করেছে ফিলিপাইন

ফিলিপাইন ঃ ফিলিপাইন সোমবার তাদের আরো চারটি সামরিক ঘাঁটিকে চিহ্নিত করেছে,যেগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশাধিকার পাবে। এর মধ্য দিয়ে ফিলিপাইনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার পাওয়া ঘাটির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হলো। দুই দেশের মধ্যে গঠিত, কয়েক দশকের পুরনো জোটকে এগিয়ে নিতে করা একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় এই নতুন ঘাঁটি চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্ধিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির (ইডিসিএ) এই সম্প্রসারণ, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ফিলিপাইনের কৌশলগত গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। দক্ষিণ চীনে সাগর এবং স্বশাসিত তাইওয়ান নিয়ে চীনের তৎপরতার কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে এই চুক্তি কার্যকর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময়ে ২০২৪ সালে ইডিসিএ স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায়, যৌথ প্রশিক্ষণ, আগাম সরঞ্জাম মোতায়েন এবং রানওয়ে, জ্বালানি মজুদের স্থান ও সামরিক আবাসনের মতো সুবিধা নির্মাণের জন্য, যুক্তরাষ্ট্রকে ফিলিপাইনের ঘাঁটিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী উপস্থিতি নয়। সোমবার ঘোষিত ঘাঁটিগুলো হলো সান্তা আনার ক্যামিলো ওসিয়াস নৌঘাঁটি এবং লাল লো বিমানবন্দর। এই দুটো স্থাপনাই কাগায়ন প্রদেশে অবস্থিত। এছড়া রয়েছে ইসাবেলা প্রদেশের গামুতে ক্যাম্প মেলচোর ডেলা ক্রুজ এবং পালাওয়ানের কাছ অবস্থিত বালাবাক দ্বীপ। এই স্থানগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইসাবেলা এবং কাগায়ান এর উত্তর পাশে তাইওয়ানের অবস্থান। আর পালাওয়ান দক্ষিণ চীনে সাগরের বিতর্কিত স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের কাছে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জে চীন রানওয়ে এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় সজ্জিত কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করেছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র, যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন গত ফেব্রুয়ারিতে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন স্থানীয় সরকার নেতাদের বিরোধিতার কারণে ঘাঁটিগুলোর অবস্থান ঘোষণা করতে বিলম্বিত হয়। সোমবারের ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য ম্যানিলায় অবস্থিত চীনের দূতাবাসকে অনুরোধ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র সেনা মোতায়েন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে বলে অভিযোগ করেছে চীন।

সমুদ্রে চীনের তৎপরতা ও নাগরিক আটকের প্রতিবাদ করেছে জাপান

টোকিও ঃ জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োশিমাসা হায়াশি রবিবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে তিনি বেইজিং একজন জাপানি নাগরিককে আটক করার বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ ছাড়া, তাইওয়ানের কাছে ও জাপানের আশেপাশে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। হায়াশি দুদিনের চীন সফরে রয়েছেন। দুই দেশের বিরোধ বাড়ার পর, তিন বছরের বেশি সময়ের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম জাপানি কূটনীতিক, যিনি চীন সফর করছেন। রবিবার দিনের শেষ দিকে তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এবং শীর্ষ কূটনীতিক ওয়াং ই'এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হায়াশি বলেন, তিনি কিনকে বলেছেন, তাদের দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ উন্নয়নে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এর জন্য অনেক সমস্যা এবং গুরুতর উদ্বেগও রয়েছে। আর, জাপান ও চীনের সম্পর্ক এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় পার করছে।

এই দুই এশীয় শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, টোকিও এবং বেইজিং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বর্ধিত মাত্রায় খারাপ সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে। কারণ, জাপান মনে করে, এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাদের নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য হুমকি।

কিন কড়া ভাষায় বলেন, তাইওয়ান ইস্যুটি চীনের প্রধান স্বার্থের মূলে রয়েছে এবং এটি চীন-জাপান সম্পর্কের রাজনৈতিক ভিত্তির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেয় না। তবে দ্বীপরাষ্ট্রটির সাথে তাদের শক্তিশালী অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক রয়েছে। জাপান, তাইওয়ান প্রণালীতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে এবং তাইপেতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। এর আগে চীন সফর করা জাপানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হায়াশির পূর্বসূরি তোশিমিতসু মোতেগি। চীন মহামারী নিয়ন্ত্রণে কঠোর সীমান্ত নীতি আরোপের ঠিক আগে, ২০১৯ সালে তিনি চীন সফর করেন।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ফ্রান্সে পেনশন বিরোধী প্রতিবাদ ঃ উত্তেজনা বেড়েছে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে

প্যারিস ঃ ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ পুলিশকে রক্ষক হিসেবেই দেখছে। কেননা, প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর বিতর্কিত অবসরের বয়স বৃদ্ধির পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ নিশ্চিত করছে তারা। তাবে, মানবাধিকার কর্মী এবং বিক্ষোভকারী, যাদের প্রতি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে, এবং লাঠিপেটা করা হয়েছে, তাদের কাছে অফিসাররা সীমা লঙ্ঘন করেছেন বলে মানে হচ্ছে। এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে জানুয়ারিতে। গত মাসে কোন ভোট ছাড়াই সংসদের নিম্নকক্ষের মাধ্যমে অবসরের বয়স বাড়ানোর জন্য একটি বিল পাস করাতে ম্যাঁক্রো উদ্যোগ নিলে, এই বিক্ষোভ তীব্রতর হয়। আর, খারাপ প্রচারে আতংকিত কর্তৃপক্ষ, নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য প্রনোদনার প্রস্তাব দিয়ে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। পুলিশের বর্বরতা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রান্সের বাইরেও। প্রধানত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বিক্ষোভের সময়, পুলিশ অত্যাধিক সহিংস আচরণ করেছে বলে উল্লেখ করেছে বেশ কিছু সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এবং ইউরোপের প্রধান মানবাধিকার সংস্থা কাউন্সিল অফ ইউরোপ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ফ্রান্সের প্রধান জিন ক্লঁদ স্যামুইলার গত সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ফ্রান্সের উচিত তাদের পুলিশ পরিষেবার কৌশল উন্নত করা। তিনি বলেন, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং সুইডেন উত্তেজনা হ্রাস ও সংলাপের নীতি অনুসরণ করে। ফ্রান্সও তেমন কিছু করতে পারে। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাথে তুলনা করে, স্যামুইলার বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফ্রান্সে দুজন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু, দেশটিকে ক্লাসের খারাপ ছাত্রদের মধ্যে সকলের নিচে নামিয়ে দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত আদিত্যনাথের সরকার এর আগেও মোগলদের নামে নামকরণ করা অনেক জায়গার নাম বদলে ফেলেছে

উত্তর প্রদেশে স্কুল সিলেবাস থেকে মুছে যাচ্ছে মোগল ইতিহাস

লখনউ ঃ মোগলদের ইতিহাস পড়ানোর বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার। ওই রাজ্যের স্কুলে এখন থেকে মোগলদের ইতিহাস আর পড়ানো হবে না। দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বইয়ের ভারতীয় ইতিহাস-২-এর কিছু বিষয় থেকে মোগল দরবার এবং শাসক-সম্পর্কিত পাঠটি সরিয়ে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আকবরনামা, বাদশাহনামা, পাণ্ডুলিপির রচনা, মোগল সম্রাট ও তাদের সাম্রাজ্য, আদর্শ রাষ্ট্র, উপাধি, রাজকীয় আমলাতন্ত্র, রাজপরিবার, তথ্য ও সাম্রাজ্য, মোগল অভিজাততন্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম শেখানো হতো।

বিভিন্ন সময়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন, মোগলরা বহিরাগত। গেরুয়া শিবিরের বরাবরের দাবি, বহিরাগত ইসলামিক শাসকদের বাদ দিয়ে মৌর্য, গুপ্তদের মতো হিন্দু তথা 'ভারতীয়' শাসকদের গুরুত্ব দিয়ে নতুন ইতিহাস লিখতে হবে, পড়তে হবে। সেই কথামতো কাজ শুরু হয়ে গেল যোগীর রাজ্যে। উত্তর প্রদেশ দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা আর মোগল ইতিহাস পড়বে না। ইতিহাসের পাঠ্য বই থেকে বাদ পড়ছে মোগল শাসন-সম্পর্কিত অংশ। দ্বাদশ শ্রেণির নাগরিক বিজ্ঞানের বই থেকে আমেরিকান আধিপত্য ও ঠান্ডা যুদ্ধ-সম্পর্কিত লেখাটি মুছে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে দশম শ্রেণির বই থেকে গণসংগ্রাম ও আন্দোলন, গণতন্ত্র ও বৈচিত্র্য এবং গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জের পাঠ মুছে ফেলা হয়।

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে 'সেন্ট্রাল ইসলামিক ল্যান্ডস', 'কনফ্রন্টেশন অব কালচারস', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন' অধ্যায়গুলো। পাঠ্যবইয়ের এ অংশেই মোগল সম্রাট এবং তাঁদের শাসনকাল-সম্পর্কিত যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য ছিল।

যোগী আদিত্যনাথের সরকার এর আগেও মোগলদের নামে নামকরণ করা অনেক জায়গার নাম বদলে ফেলেছে।

জলপাইগুড়ির বৃহত্তর স্বার্থে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির বৃহত্তর স্বার্থে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়। তৃণমূলের দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি তথা কিষাণ খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই বার্তা দেন তিনি।সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়ের এই বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতা দুলাল দেবনাথের আদি বাসস্থান বেলাকোবার দশদরগা গ্রামে বাসন্তী পুজোর অনুষ্ঠানে আসেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়। দেবী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি পুজো মঞ্চের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেবপ্রসাদ রায় বলেন, একটা সময় ছিল যখন দুলাল দেবনাথের সঙ্গে এই এলাকায় অনেক রাজনৈতিক সভা করেছি। দুলাল এখন অনেক প্রতিষ্ঠিত। এই পুজো অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখে আমি যথেষ্ট আনন্দিত এবং প্রভাবিত। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকার মানুষের সঙ্গে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে। শেষে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আমরা একসাথে সোচ্চার হয়েছি। জলপাইগুড়ির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা আগেও এক মঞ্চে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতে আবারও দুলালের সঙ্গে একসাথে একমঞ্চে দাঁড়াবো। এতে কোনও ভুল নেই। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়ের এমন বক্তব্যে স্বভাবতই বেশ খুশি দুলাল দেবনাথ নিজেও। বিশেষ করে যখন শিয়রে পঞ্চায়েত ভোট। যদিও জাতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেবপ্রসাদ রায় খুব সহজভাবেই নিজের অবস্থান বুঝিয়ে বলেন, এখানে এসে খুবই আনন্দিত আমি। আগামীতে দেশ ও জলপাইগুড়ির স্বার্থে অতীতের সঙ্গী দুলালকে পাশে নিয়েও লড়াই করতে প্রস্তুত রয়েছি।

‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচি শুরু করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু করলেন মেয়র গৌতম দেব।শুক্রবার সকালে এনজেপিতে ত্রিশক্তি কালী মন্দিরে পুজো দেন মেয়র।এরপর কার্যকর্তাদের নিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে বেরিয়ে পড়েন।দিনভর একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শুনবেন মেয়র।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিন্দাজনক মন্তব্য করেছেন অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করল সরকারি কর্মচারীরা

জলপাইগুড়ি — মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিন্দাজনক মন্তব্য করেছেন অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করল সরকারি কর্মচারীরা। বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে গোটা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করেন তারা।মিছিলের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতি নিন্দাজনক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সরকারি কর্মচারীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর করা কুটুক্তিকর মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে সরকারি কর্মচারীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কয়েকশো কর্মী। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মুখ্যমন্ত্রীর করা কটুক্তি প্রত্যাহারের দাবি নিয়ে স্লোগান তোলেন তারা।

জল না বিষ পান করছেন এলাকার মানুষ

মালদা ঃ জল না বিষ পান করছেন এলাকার মানুষ। এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। টিউবওয়েল জল থেকে আয়রন পরছে। সেই আয়রন জলই ফিল্টার করে খেতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের। বালির মধ্যে জল রাখা হচ্ছে । সেই জল ফিল্টার করে অন্য পাত্রে রেখে তারপর সেই জল খাচ্ছেন এলাকার মানুষ। তবে যে বালির মধ্যে জল ডালা হচ্ছে সেই সাদা বালি লাল হয়ে যাচ্ছে।। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। এমনই ছবি দেখা গেল কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের সিলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খালতীপুর সহ আরো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসক এমনকি পঞ্চায়েতকে বহুবার জানানো হলো আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের কোন সুরাহা হয়নি।। এলাকার মানুষেরা এদিন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে দশ মিনিটের জন্য জাতীয় সড়কে প্রতীকি অবরোধ করলো অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা

মালদা ঃ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে দশ মিনিটের জন্য জাতীয় সড়কে প্রতীকি অবরোধ করলো অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিপিএমের এই শ্রমিক পরিবহন সংগঠনের নেতৃত্ব দেন অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কৌশিক মিশ্র, সিপিএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলী সদস্য বিশ্বনাথ ঘোষ, সিটু নেতা নুরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় পঞ্চাশ জন সংগঠনের কর্মীরা মালদা শহরের রথবাড়ি মোড় এলাকায় প্রতীকি অবরোধে শামিল হন । প্রায় ১০ মিনিট ধরে চলে এই অবরোধ। আর এই অবরোধকে ঘিরেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ১০ মিনিট পরে অবরোধ অবশ্য তুলে নেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কৌশিক মিশ্র জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার যেভাবে নতুন করে বিভিন্ন সংস্থার হাতে টোল ট্যাক্স তোলার দায়ভার দিয়েছে তাতে পরিবহন ব্যবস্থা মার খাবে। এতদিন কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকার জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছিল । সেটি ১ এপ্রিল থেকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এবারে রাজ্য সরকারও বিভিন্ন এলাকার রাজ্য সড়কগুলিতে টোল ট্যাক্স কোন একই এজেনসির মাধ্যমে আদায় করবে বলেও জানতে পেরেছি। এরকমই বিভিন্ন বিষয়ের দাবি এবং প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ অবরোধ করা হয়েছে।

উত্তরকন্যা আভিযানের আগে কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দিতে উত্তরে মীনাক্ষী মুখার্জী

আলিপুরদুয়ার ঃ ১৩ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা আভিযান।এর আগে কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দিতে উত্তরে ডিওয়াই এফ আই এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী।এদিন আলিপুরদুয়ারে র‍্যালির পাশাপাশি কর্মীসভায় যোগ দেন যুবনেত্রী।এদিন ডিওয়াইএফ আইয়ের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি সাংবাদিকদের বলেন,চিরকাল এরা তো ঘুরিয়ে দেওয়ারই কাজ করে।সরকারের কাজ প্রমান করা শাস্তি দেওয়া।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় কে অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন,নিজের সরকারি কর্মীদের চোর ডাকাত বলে ডাকে।এটা নিয়ে কি বলা যায়।তিনি স্পষ্টভাবে বলেন এতো বছর বাদে কেন? আমাদের আমলে দুর্নীতি হলে শাস্তি পাবে।যব কার্ডের টাকা কারা মারলো তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।এ ব্যাপারে বামপন্থীরা ময়দানে আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।তিনি যুব কর্মীদের পঞ্চায়েতে মর্যাদা ফেরাতে এগিয়ে আসতে আহবান জানান।পঞ্চায়েত কি শান্তিপূর্ণ ভোট হবে এ প্রশ্নে সাংবাদিক দের প্রশ্ন করেন আপনারা কি চান? শতরুপের ২২ লক্ষের গাড়ি প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন হরিশ চ্যাটার্জি লেনে ৩৪ প্লটের কি হবে?শুন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ,স্থায়ী নতুন পদ তৈরি,দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনীতি বন্ধের দাবিতে ১৩ই এপ্রিল উত্তরকন্যা অভিযান ডি ওয়াই এফ আই এর।এর আগে উত্তরের ময়দান ঝালিয়ে নিতে র‍্যালি ও কর্মীসভা শুরু করেছেন মীনাক্ষী মুখার্জি।

‘দিদির সুরক্ষা কবজ’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অভিজিৎ দে ভৌমিক

কোচবিহার ঃ কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের গুড়িয়াহাটি ২ অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন তারা। এরপর স্থানীয় একটি শিব মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালার পর তারা একটি কালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

কোচবিহার মর্নিং আউটডোর গ্রুপ এর পক্ষ থেকে বিশেষ আর্ট ওয়ার্কশপের সূচনা

কোচবিহার ঃ কোচবিহার মর্নিং আউটডোর গ্রুপ এর পক্ষ থেকে কোচবিহার ব্রাহ্ম মন্দির চত্বরে এক বিশেষ আর্ট ওয়ার্কশপ এর সূচনা হলো। এই ওয়ার্কশপের শুভ সূচনা করেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনদিন ব্যাপী চলবে এই আর্ট ওয়ার্কশপটি। কোচবিহারে লোকাল শিল্পীদের পাশাপাশি আসাম এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পীরা এই আর্ট ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে। শুক্রবার,শনিবার এবং রবি বার এই তিন দিন এই ওয়ার্কশপটি চলবে। শুক্রবার এই ওয়ার্কশপে বিভিন্ন শিল্পীরা প্রকৃতির উপর ছবি আঁকেন।এদিনের এই ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

আবারও সোনা উদ্ধার শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি ঃ আবারও সোনা উদ্ধার শিলিগুড়িতে। ঘটনায় গ্রেফতার ভিন রাজ্যের দুই বাসিন্দা। ধৃতরা আসামের বাসিন্দা নারায়ণ শর্মা এবং মনিপুরের বাসিন্দা কুবের প্রসাদ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ১ কেজি ১৬২ গ্রাম সোনা। আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা।ডিআরআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌড়ি মোড় এলাকা থেকে আসাম নম্বরের একটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১ কেজি ১৬২ গ্রাম সোনা। পাচারকারীদের নজর এড়াতে সোনা গলিয়ে স্প্রিং এর আকার দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি ব্রেক শু নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল পুলিশ ও গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে।

শুরু হলো দুয়ারে সরকার শিবির

শিলিগুড়ি ঃ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আজ অর্থাৎ ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হলো দুয়ারে সরকার শিবির।যা চলবে আগামী ২০ই এপ্রিল পর্যন্ত। শনিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বসেছে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে জনগণের ভিড় দেখা যাচ্ছে,সঙ্গে চলছে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারই প্রথমবার বুথে বুথে ক্যাম্প হবে। মোট ৩৩টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে। এবার নতুন ৪টি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, জাতিগত শংসাপত্র, কৃষকবন্ধু, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ছাড়াও আরও নানা প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন উপভোক্তারা।এবারই প্রথমবার মেধাশ্রী স্কলারশিপ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। রাজ্যের ওবিসি পড়ুয়াদের বছরে ৮০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে মেধাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। মেধাশ্রী প্রকল্পের আবেদন অনলাইনেই করা যাচ্ছে। তবে কেউ চাইলেই দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদন করতে পারবেন।

শুরু জি ২০ সম্মেলন, সম্মেলনে যোগ দিতে পৌঁছলেন ১৫১জনের প্রতিনিধি দল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে জি ২০ সম্মেলন,সম্মেলনে যোগ দিতে পৌঁছলেন ১৫১জনের প্রতিনিধি দল।গুজরাটের কচ্ছের পর শিলিগুড়িতে জি ২০ এর দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।সম্মেলনে অংশ নিতে শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামলো ১৫১জনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।দেশ বিদেশের একাধিক প্রতিনিধি দলের সদস্যদের এদিন বিমানবন্দরে আদিবাসী নাচ ও ঢাকের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়।জানা গিয়েছে, তিনদিনের এই সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মূলত পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও আগামী দিনে পর্যটন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে।প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মকাইবাড়ি চা বাগান ও পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে।শুধু তাই নয়, এরপর মকাই বাড়ির কারখানায় কীভাবে চা পাতা প্রসেসিং করা হয় তাও বিস্তারিত ভাবে বিদেশি অতিথিদের দেখানো হবে। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম নিয়ে মকাই বাড়ির রিসোর্টে আলোচনা হবে।দোসরা এপ্রিল রবিবার, সেকেন্ড স্থাণত্মগুন্ডড ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক শিলিগুড়ির চামটা চা রিসর্টে হবে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিষয় প্রজেক্টরের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে এবং সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন কি করে করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে।৩রা এপ্রিল সোমবার, জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আসা বিদেশি অতিথিদের দার্জিলিঙের ঘুম রেল স্টেশন, বাতাসিয়া লুপ, দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন এবং রাজভবন ঘুরিয়ে দেখানো হবে।বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের জন্য দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পর্যটন মন্ত্রক। সেদিন উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিসান রেড্ডি, পর্যটন সচিব অরবিন্দ সিং সহ বিশিষ্টজনেরা। ৪ এপ্রিল জি ২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়া বিদেশি প্রতিনিধিরা বাগডোগরা থেকে ফের বিশেষ বিমানে ফিরে যাবেন।

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও তার স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অপর্না ভট্টাচার্য ও তার স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো।প্রাথমিক তদন্তে অনুমান কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী স্ত্রী দুজনে।২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন অপর্না ভট্টাচার্য। ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে নির্বাচিত হয়ে ছিলেন তিনি।পরে তৃণমূলে যোগ দেন। আজ সকালে অসুস্থ অবস্থায় দুজন কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।অপর্না ভট্টাচার্যের স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য একসময় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ছিলেন। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির ভাই সুবোধ ভট্টাচার্য। ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন শিখা দেবী।

শিলিগুড়িতে জি২০ সম্মেলন,সস্ত্রীক পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে জি২০ সম্মেলন,সস্ত্রীক পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আজ থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে জি২০ সম্মেলন।ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫১ জনের একটি প্রতিনিধি দল শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন।উত্তরের পর্যটন সহ মকাইবাড়ি চা বাগান, বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে রাজভবন পরিদর্শন করতে পারেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।সেকারণে সস্ত্রীক পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যপাল।এরপর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাওড়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ এলাকায় মনিটরিং করছে।ঘটনায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে গেল আলু বোঝাই ট্রাক্টর

শিলিগুড়ি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে গেল আলু বোঝাই ট্রাক্টর।শুক্রবার খড়িবাড়ির কেলাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে।জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ি থেকে ভালুকগাড়া যাওয়ার সময় এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায় আলু বোঝাই ট্রাক্টরটি।ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই।

আম থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে কেটে সাফ আম বাগান, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন ও বন দফতরের ভূমিকা, গোটা ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক চাপানোতোর

মালদা ঃ আম থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে কেটে সাফ আম বাগান, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন ও বন দফতরের ভূমিকা, গোটা ঘটনায় শুরু রাজনৈতিক চাপানোতোর। আমের জেলা মালদা।আমের মরশুমের প্রাক্কালে আমের জেলাতেই মুকুল ও আম চলে আসা অবস্থায় নির্বিচারে আম গাছ কাটার অভিযোগ।প্রশ্নের মুখে বনদপ্তরের ভূমিকা।গাছ কাটায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা।ঘটনা কে ঘিরে চাঞ্চল্য মালদহের চাঁচলের মকদম পুরে। মালদা জেলার আম বিখ্যাত সারা দেশে। জেলার ব্যবসা, জেলার অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভর আমের উপর। আসন্ন আমের মরশুম। ইতিমধ্যে প্রতিটি আমগাছেই ব্যাপক পরিমাণে মুকুল চলে এসেছে গাছে, আবার কোনো গাছে মুকুলের পাশপাশি ধরেছে আম। আর এরকম আবহতেই এক সাথে টানা প্রায় ১৪ টি আম গাছ কাটার অভিযোগ উঠল মালদহের চাঁচল থানার মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরপুরে। দিনের আলো হোক বা রাতের আঁধার প্রতিনিয়ত চলছে বৃক্ষ নিধন যোগ্য।একের পর মুকুল থাকা অবস্থায় কাটা হচ্ছে আম গাছ। মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও পরিবেশপ্রেমীরা।

মালদা জেলার আম বিশেষজ্ঞ ড. কমল কৃষ্ণ দাস বলেন, যে কোনো গাছ কেটে ফেলা সামাজিক ভাবে অপরাধ। মালদা জেলা আমের জেলা, আর সেই আমের জেলায় অবাধে কেটে ফেলা হচ্ছে আমগাছ। এই ঘটনা সত্যি নিন্দাজনক। মালদা জেলা বনদপ্তর কিভাবে এই গাছ কাটার অনুমতি দেয়। পরিবেশ প্রেমী তথা চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক নীহার রঞ্জন দাস বলেন, রাতের অন্ধকার হোক বা প্রকাশ্য দিবালোক অবলীলায় চলছে বৃক্ষ নিধনযোগ্য। প্রশাসন দেখেও নিশ্চুপ হয়ে আছে। আমের মরশুমে এই মুহূর্তে আম গাছ কাটা আইনত দণ্ডনীয়। আমরা মালদা বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাই। আগামীতে গাছ কাটার আমরা ঘোর বিরোধী। আগামীতে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছি। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে চাঁচল রেঞ্জের বনদপ্তরের আধিকারিক মনীন্দ্রনাথ কর্মকার কে ধরা হলে তিনি জানান,গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।নিয়ম মেনেই কাটা হচ্ছে।যদি মালদা রেঞ্জের বনদপ্তর বিভাগকে ফোনে ধরা হলে তারা স্পষ্ট জানিয়েদেন, মুকুল থাকা অবস্থায় কোন আম গাছ কাটার এক্তিয়ার নেই।যেখানে জেলা বনদপ্তর বলছে মুকুল থাকা অবস্থায় আমগাছ কাটা যাবে না সেই অবস্থায় চাঁচল বনদপ্তর কিভাবে অনুমতি দেয় সেটা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন! আর এই সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির চাঁচল ব্লকের কোকনভেনার প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, শাসকদলের মদত ছাড়া আম গাছ কাটা সম্ভব না। তৃণমূল নেতাদের মদতে বনদপ্তর এই আম গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। চাঁচল ১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শেখ আফসার আলী বলেন, গাছ কাটা সামাজিক অপরাধ। তবে বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা একেবারে মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন। প্রশাসনের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ আমরা।

প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী কমল গুহের রাজনৈতিক জীবন কলুষিত করার প্রতিবাদে উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে কোচবিহার শহরে ধিক্কার মিছিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের

কোচবিহার ঃ প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী কমল গুহের রাজনৈতিক জীবন কলুষিত করার প্রতিবাদে উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে কোচবিহার শহরে ধিক্কার মিছিল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের। আজ কোচবিহার জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয় থেকে এই ধিক্কার মিছিল বের হয়ে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। উল্লেখ্য গত ২৫ শে মার্চ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তার একটি বক্তব্যে বাম আমলে দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে তার পিতা কমল গুহকে নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে কাঠগড়া দাঁড় করান। তিনি বলেছিলেন বামফ্রন্ট আমলে কমল গুহ মন্ত্রী থাকাকালী তার বাড়িতেই চাকরির তালিকা তৈরি হতো। কোটাতে চাকরি হত। সেই হিসাবে কমল গুহ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ঘটনার পর উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে সরব সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ কোচবিহার শহরে সারা ভারত ফ্রন্টপক্ষে পক্ষ থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, জননেতা কমল গুহ সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে। কিন্তু আমারা লক্ষ্য করছি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমল গুহের পুত্র কমল গুহের নামে কুৎসা রটাচ্ছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে আমাদের এই ধিক্কার মিছিল। উদয়ন গুহ যেভাবে কমল গুহ কে অপমান করেছে তার জন্য তাকে কোচবিহারের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উদয়ন গুহ বর্তমানে পাগল হয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো আপনার মন্ত্রীকে ডাক্তার দেখান।

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ'র উপর আক্রমণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ধনঞ্জয় দেবনাথ তৃণমূলে যোগদান করল

কোচবিহার ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ'র উপর আক্রমণের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ধনঞ্জয় দেবনাথ তৃণমূলে যোগদান করল । শুক্রবার দিনহাটা শহরের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে ধনঞ্জয়ের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন যুব তৃণমূলের শহর ব্লক সভানেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, যুব তৃণমূলের শহর ব্লক সহসভাপতি পার্থ সাহা, মনোজ দাস। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে ধনঞ্জয় জানান, সেদিনের ঘটনায় অজয় রায় উদয়ন গুহর উপর বাঁশ দিয়ে আক্রমণ করে। উদয়ন গুহ হাত দিয়ে না আটকালে আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো। সাংবাদিক বৈঠকে ধনঞ্জয়ের সেদিনের ঘটনা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমি সেদিন সেখানে ছিলাম। সেই সময় অজয় রায় কয়েকটা বাইক নিয়ে সেখানে আসে। অজয় রায়ের মোটিফ খুব একটা ভালো ছিল না। সেই সময় উদয়ন গুহ গাড়ি নিয়ে সেখানে আসতেই অজয় রায় তার উপরে হামলা করে। তাকে বাঁশ দিয়ে মারধর করে। উদয়ন গুহ তার হাত দিয়ে বাঁশ না আটকালে বড় কোন অঘটন ঘটতো।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

খালিস্থানি জঙ্গির দেওয়া প্রাণে মারার হুমকির জেরে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে অসম পুলিশ

ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে উল্টো খালিস্থানিদের সতর্ক করে দিয়েছেন আলফার সেনাদক্ষ্য পরেশ বড়ুয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং নজির বিহীন ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে শিখ ফর জাস্টিস নামের একটি খালিস্থানি জঙ্গি সংগঠন। সর্বপ্রথম বার খালিস্থানিদের সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে অসমের একাংশ সাংবাদিককে রেকর্ডেড ফোন করা হয়েছে। মূলত শিখ ফর জাস্টিস খালিস্থানি জঙ্গি সংগঠনটির পলাতক প্রধান নেতা গুরপতয়ান সিংহ পান্নু এই হুমকি দিয়েছেন। তবে খালিস্থানিদের দেওয়া প্রাণে মারার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে অসম পুলিশ। তাছাড়া ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়ে উল্টো খালিস্থানিদের সতর্ক করে দিয়েছেন আলফার সেনাদক্ষ্য পরেশ বড়ুয়া।

প্রসঙ্গত ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে বন্দী হয়ে থাকা ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থানি সমর্থকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করার পাশাপাশি অসমে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায় ব্যক্তিদের নির্যাতন করা হচ্ছে এই অভিযোগ উত্থাপন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত শিখ ফর জাস্টিস নামের একটি সংগঠনের প্রধান গুরপতয়ান সিংহ পান্নুর রেকর্ড করা একটি অডিও বার্তা অসমের একাংশ সাংবাদিকদের ফোন করে শোনানো হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে অসমের একাংশ সাংবাদিকের টেলিফোনে বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোনে করে এই অডিও বার্তা শোনানো হয়েছে। গুয়াহাটির একাংশ সাংবাদিকদের কাছে ৯৪৩৫৩৫৫৫২৩, ৯৪৩৫৫৭৮৭১৪, ৯৪৩৫১৩০৬৫৭ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন করে এই রেকর্ডেড বার্তা শোনানো হয়েছে।

এই ঘটনার পরেই খালিস্থানিদের দেওয়া প্রাণে মারার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে অসম পুলিশ। এক্ষেত্রে তৎকালীনভাবে অসম পুলিশের এসটিএফ এ মামলা রজ্জু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেছেন এসটিএফ এর ডিআইজিকে এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। এরপর সোমবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিরাপত্তা নিয়োজিত সুরক্ষা ব্যবস্থাকে অধিক কঠোর করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে অধিক তৎপর এবং সক্রিয় করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে তুলেছে অসম পুলিশ।

অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খালিস্থানি তরফে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়ে উল্টো খালিস্থানিদের সতর্ক করে দিয়েছেন আলফার সেনাদক্ষ্য পরেশ বড়ুয়া। সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে শিখ ফর জাস্টিসকে লেখা একটি খোলা চিঠিতে আলফার সেনাদক্ষ্য পরেশ বড়ুয়া বলেন এক্ষেত্রে এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। অসমে কোনদিনও কোনো শিখ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে নির্যাতন করা হয়নি। এমনকি ডিব্রুগড় কারাগারে বন্দী খালিস্থানি সমর্থকদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার করা হয়নি। এটা অসমের সংস্কৃতি নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে শিখ ফর জাস্টিস নামের সংগঠনটি ভুল করে এভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য না করার জন্য শিখ ফর জাস্টিস সংগঠনটিকে সতর্ক করে দিয়েছেন আলফার সেনাদক্ষ্য পরেশ বড়ুয়া।

ভারতের ২০২৪-এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিল বিশ্বব্যাঙ্ক, কত শতাংশে কমল

নয়া দিল্লি ঃ বিশ্বব্যাংক মঙ্গলবার চলতি অর্থবছরে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দিয়েছে। ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৩ শতাংশ করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমে যাওয়ায় উচ্চতর ধার নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দেবে। ক্ষতিগ্রস্ত করবে অর্থনীতিকে। এই পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে, ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মে থেকে সুদের হার ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক একটি প্রতিবেদনে বলেছে, এই ক্রমবর্ধমান ঋণের খরচ এবং ধীর আয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধির উপর বিস্তর প্রভাব ফেলবে। বিশ্বব্যাঙ্ক আরও জানিয়েছে, মহামারীসম্পর্কিত আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কারণে সরকারী খরচ ধীর গতিতে বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশ অনুমান করেছিল। রফতানি পরিষেবা এবং পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যে প্রভাব পড়ায় চলতি অর্থবছরের অর্তনৈতিক ঘাটতির কারণ হচ্ছে। মোট দেশীয় পণ্যের ২.১ শতাংশ সংকুচিত হওয়ারও পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক, যা আগের বছরের আনুমানিক ৩ শতাংশ ছিল। বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আর্থিক বাজারে সাম্প্রতিক অস্থিরতার কারণে ভারতসহ উদীয়মান দেশগুলির বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিনিযোগে প্রবাহের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের ১১টি স্থানের নাম পরিবর্তন! চিনের পদক্ষেপে কড়া বিবৃতি ভারতের অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা আরও জানান, স্বল্পমেয়াদী বিনিযোগে প্রবাহে ঝুঁকি তৈরির হলেও ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে ভালোই পুঁজি রয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে পুঁজি থাকায় ভারত কতটা অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে, তার দিকে তাকিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিও।

বদলে গেল টুইটারের লোগো, ব্লু বার্ডের পরিবর্তে বসল কুকুরের ছবি

লন্ডনঃ বদলে গেলো টুইটারের লোগো! ব্লু বার্ডয়ের পরিবর্তে এবার এল কুকুরের ছবি। টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্কের হাত ধরেই এসেছে নতুন আপডেট। নীল পাখির পরিবর্তে যে কুকুরের মুখের ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু সকলেই কমবেশি পরিচিত। কারণ বিভিন্ন মিমে এই কুকুরের ছবিটি দেখা যায়। যেটি কিন্তু পছন্দ করেন নেটবাসী। টুইটারে নীল পাখির পরিবর্তে এল কুকুরের ছবি! ডোজকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সির সেই কুকুরের ছবি দিয়েই টুইটারের লেগো পরিবর্তন করলেন টুইটারের সিইও। নীল পাখির পরিবর্তে এখন শিবা ইনুর ছবি দেখতে পাবেন সকলে। কুকুরটির ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছবিটি খুব পছন্দ করছেন নেট নাগরিকরা। তবে টুইটারের অ্যাপের লোগোত কোনও পরিবর্তন হয়নি, তবে এই ক্ত্বণঞ্জঞ্চ লোগোটি শুধুমাত্র টুইটারের ওয়েব সংস্করণেই দৃশ্যমান হবে। শেয়ার করলেন ইলন মাস্ক টুইটারের সিইও ইলন মাস্ক নীল পাখির পরিবর্তে কুকুরের এই পরিবর্তনটি নিজেই জানিয়েছেন। টুইটারে তিনি পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে, একজন পুলিশ অফিসার একটি কাগজ পড়ছেন, সেখানে নীল পাখি সমেত কিছু লেখা রয়েছে, তার বিপরীতে থাকা কুকুরটি তাকে বলছে, এটি পুরানো ছবি। স্কিনশট শেয়ার করলেন ইলন মাস্ক ইলন মাস্ক এক টুইটার ব্যবহারকারীর সঙ্গে কথোপকথনের একটি স্কিনশট শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। সেখানে নতুন প্ল্যাটফমের দরকার আছে কিনা, সেখানে ব্যবহারকারী জানান, ইলন মাস্কের টুইটার কেনা উচিত ও সেই সঙ্গে ব্লু বার্ডের লোগোর পরিবর্তে ডগির ছবি ব্যবহার করা উচিৎ। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ইলন মাস্ক সংস্থার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া জায়াঃেট বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন। সম্প্রতি, টুইটারও ঘোষণা করে যে, পয়লা এপ্রিল থেকে সংস্থা তার আগের ভেরিফায়েড প্রোফাইলগুলি থেকে নীল টিক সরিয়ে দেবে। ব্লু টিকসহ ভেরিফায়েড প্রোফাইল পেতে হলে মাসে ৮ ডলারের সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে।

রাজ্যজুড়ে অশান্তি! রাজ্য সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল অমিত শাহের মন্ত্রক

কলকাতা ঃ রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্ত বাংলা। একের পর এক জায়গাতে অশান্তি। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা। এই অবস্থায় ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি করা হচ্ছে বিজেপির তরফে। আর এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আগামী তিনদিনের মধ্যেই বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণে বলেন জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানান বঙ্গ বিজেপি নেতারা
দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানান বঙ্গ বিজেপি নেতারা

রাম নবমীর মিছিল ঘিরে গত কয়েকদিন আগে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়াতে। যদিও সেখানে এখনও পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আর এর মধ্যেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হুগলির রিষড়াতে। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। এই অবস্থায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে প্রশ্ন তুলে শাহের কাছে চিঠি লিখে দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানান বঙ্গ বিজেপি নেতারা। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে এনআইএ' তদন্তের দাবিও জানানো হয়।

রাম নবমীর মিছিল ঘিরে গত কয়েকদিন আগে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়াতে। যদিও সেখানে এখনও পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আর এর মধ্যেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হুগলির রিষড়াতে। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। এই অবস্থায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে প্রশ্ন তুলে শাহের কাছে চিঠি লিখে দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানান বঙ্গ বিজেপি নেতারা। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে এনআইএ' তদন্তের দাবিও জানানো হয়।

আর এরপরেই এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল অমিত শাহের মন্ত্রক। রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটনার সময়ে পুলিশের ভূমিকা কি ছিল তাও উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও কেন বাড়তি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হলো না তা নিয়েও রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামি তিনদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বলে রাখা প্রয়োজন, হাওড়ার অশান্তির ঘটনার পরের দিনেই পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে ফোন করেছিলেন অমিত শাহ। বিস্তারিত গোটা ঘটনা জানার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, এরপরেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গেও কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্টও রাজভবনের তরফে তলব করা হয়েছে বলে জানা যায়। আর এরপরেই ঘটনার দিন দীর্ঘক্ষণ হাওড়া নিয়ে মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। যদিও পরে সুকান্ত মজুমদার জানান, বাংলার ঘটনা নিয়ে অমিত শাহ যথেষ্ট চিন্তিত। এমনকি এই বিষয়ে উদ্বেগও নাকি তিনি প্রকাশ করেছেন বলে দাবি বিজেপি নেতার।

'কংগ্রেস ফাইলসে'র তৃতীয় পর্ব! নিশানায় সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA সরকার

কলকাতা ঃ কংগ্রেসের আমলে দুর্নীতি নিয়ে কংগ্রেস ফাইলসের তৃতীয় পর্ব প্রকাশ করল বিজেপি। সোমবারই তারা কংগ্রেস ফাইলসের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেস ফাইলসের তৃতীয় পর্বে ২০১২ সালের কয়লার ব্লক বরাদ্দ নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ তোলা হয়েছে। দায়ী ইউপিএ সরকার কংগ্রেস ফাইলসের তৃতীয় পর্বে ২০১২ সালের কয়লার ব্লক বরাদ্দ নিয়ে কেলেঙ্কারির ঘটনায় ইউপিএ সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। ভিডিওতে বলা হয়েছে, মনমোহন সিং দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় তিনি বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, সেই সময় কংগ্রেস কেলেঙ্কারির শিরোনামে চলে আসে বলে মন্তব্য করা হয়েছে বিজেপির তৈরি ভিডিওতে। সেখানে দাবি করা হয়েছে কেলেঙ্কারির কারণে দেশের রাজস্বে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। রিমোট কংট্রোল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন বিজেপির তৈরি করা ভিডিওয় বলা হয়েছে, কয়লা কেলেঙ্কারির সব থেকে আকর্ষণীয় অংশ হল ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত কয়লামন্ত্রকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং শিবু সোরেনের অধীনে ছিল। কটাক্ষ করে বলা হয়েছে মনমোহন সিং এমন একজন প্রধানমন্ত্রী, যাঁকে রিমোট কন্ট্রোলে চালানো হত। পর্ব ২-এ কী ছিল কংগ্রেস ফাইলসের দ্বিতীয় পর্বে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও রানা কাপুরকে নিয়ে ইডির বিবৃতি তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে রানা কাপুর দাবি করেছএন, প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর তরফে তাঁকে ২ কোটি টাকায় এমএফ হুসেনের একটি পেইন্টিং কিনতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দেশের শীর্ষ অসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে রানা কাপুর বলেছেন, তিনি এমএফ হুসেনের পেইন্টিংটি কিনেছিলেন এবং সেই টাকা সোনিয়া গান্ধীর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে আরও দাবি করা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতিঅর্থপাচার এবং সন্ত্রাসের ওপরে নজরদারি সংস্থা এফএটিএফও গান্ধী পরিবারের কথা উল্লেখ করেছে। রবিবার প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পর্ব কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবিবার বিজেপির তরফে কংগ্রেস ফাইলের প্রথম পর্ব প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল, কংগ্রেস দেশে তার ৭০ বছরের শাসনকালে ৪৮২০৬৯ কোটি টাকা লুট করেছে।

তবেই বুঝব রাজ্যপাল কিছু করতে চাইছেন! গোপালকৃষ্ণ ধনখড়ের সঙ্গে তুলনায় শুভেন্দু

কলকাতা ঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাওড়ার শিবপুর ও হুগলির রিষড়ার হিংসা নিয়ে সাংবিধানিক প্রধানকে নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করার আর্জি জানালেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় তিনি বলেন, রাজ্যপালের কাছে আমাদের আর্জি এবার এমন একটা সিদ্ধান্ত নিন, যাতে আপনিও কিছু করতে চাইছেন বলে আমরা বুঝতে পারি। শুভেন্দুর কথায়, এখন পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন রাজ্যপাল। এবার রাজ্যপালের উচিত কোনো কড়া বন্দোবস্ত নেওয়া। শুভেন্দু দাবি করেন, অবিলম্বে শিবপুর ও রিষড়া থানাকে ৩৫৬ ধারার আওতায় উপদ্রুত ঘোষণা করা হোক। আমি চাই সাংবিধানিক প্রধান তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। রাজ্যপালের কাছে তিনি ঘুরি আর্জি জানান, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানান রাজ্যপাল। রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। শুভেন্দু বলেন, অবিলম্বে শিবপুর থানা ও রিষড়া থানাকে ৩৫৬ ধারায় উপদ্রুত ঘোষণা করে একমাসের জন্য থানার দায়িত্ব সিআরপিএফ বা সিআরপিসির হাতে তুলে দেওয়া হোক। শুভেন্দুর কথায়, রাজ্যপালের কেন্দ্রীরিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে আবেদন করতেই পারেন। বর্তমান রাজ্যপাল যদি সেই কাজ করতে পারেন, তবেই বলব গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, জগদীপ ধনকড়ের মতো বর্তমান রাজ্যপালও কিছু করে দেখাতে চাইছেন। তিনি পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রবাদীদের বাঁচাতে চাইছেন। বঞ্চনার অভিযোগের মধ্যেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৯৭৯ কোটি টাকা রাজ্যকে দিল কেন্দ্র এরপর তৃণমূলকে একহাত নিয়ে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূল দাবি করেছে শিবপুরের কাজিপাড়ার মিছিলে হামলাকারী ছিল। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রমাণ দিয়েছে কাজিপাড়ার মিছিলে হামলাকারী ছিল না। তারপর মিথ্যাবাদী ভাইপো ওই মিছিলে হামলাকারী ছিল, তা প্রমাণ করতে পারেননি। ভাইপো এখন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। শুভেন্দু বলেন, এখানে যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমাকেও মেরে দিতে পারে। এমনই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা। শক্তিগড়ে খুনের ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। শিবপুরের ঘটনায় ভাইপো যেহেতু ছবি দেখিয়েছেন, মুঙ্গের থেকে তুলে নেওয়া হল। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ফেরাতেই এই হিংসা! মমতাকে দাঙ্গাবাজ মুখ্যমন্ত্রী বললেন শুভেন্দু শুভেন্দু বলেন, বন্দুক নিয়ে ঘোরার লাইসেন্স কাউকে দেওয়া হয়নি। কাজিপাড়ার মিছিলে সুমিত সাউ ছিলেন না। তা প্রমাণ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আপনি আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু সমাজের কাছে ক্ষমা চান। মিছিলের আয়োজকদের কাছে ক্ষমা চান, তারপর কথা বলবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঙ্গাবাজ মুখ্যমন্ত্রী বলে আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, বিজেপি কোথাও দাঙ্গা করেনি। বরং এন্টালিতে যেখানে ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস, সখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

বিশ্বায়ন কি অস্ত গেছে

গত বছর তাইওয়ানের বংশোদ্ভূত প্রবাদপ্রতিম ব্যবসায়ী মরিস চ্যাং ঘোষণা করেছিলেন, 'বিশ্বায়ন প্রায় মারা গেছে'। কোভিড১৯ এবং চীনআমেরিকার পাল্লায় বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়ায় বর্তমানে যে অবস্থা চলছে, তা দেখে অনেক বিশ্লেষকই চ্যাংয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন এবং অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পরিধি দেশের মধ্যে এবং বড়জোর আশপাশের দেশের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছে। তবে বিশ্বায়ন একেবারে শেষ হয়ে গেছে বলে উপসংহার টেনে দেওয়াটাও ভুল হবে। মোটাদাগে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক পরিসরে আবদ্ধ না থেকে দূরত্বগত দিক থেকে আন্তমহাদেশীয় পারস্পরিক নির্ভরতাপ্রসূত প্রবৃদ্ধিই হলো বিশ্বায়ন। এটি ভালোও না, খারাপও না। এর বহুবিধ মাত্রা আছে। সবচেয়ে বড় কথা এটি নতুন কিছু নয়। প্রায় ১০ লাখ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকা মহাদেশ ছেড়ে অন্যান্য অঞ্চলে পাড়ি জমানোর পর থেকে আজ পর্যন্ত মানব সম্প্রদায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটির মধ্যে আছে। এ প্রক্রিয়া

সতত জৈবিক সংসর্গ ও পরস্পরনির্ভরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্লেগের উদ্ভব হয়েছিল এশিয়ায়, কিন্তু ১৩৪৬ থেকে ১৩৫২ সালের মধ্যে এ প্লেগে ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যখন ইউরোপীয়রা পশ্চিম গোলার্ধ অঞ্চলে যায়, তখন তাদের দেহের সঙ্গে এমন এক প্যাথোজিন (রোগ সংক্রমণ সংঘটক যেমন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) বহন করে নিয়ে যায়, যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেয়। আর সামরিক বিশ্বায়নের বয়স আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের সময় থেকে শুরু। তাঁর সাম্রাজ্য তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত ছিল। অবশ্যই সেই উনিশ শতকের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা আমাদের মনে পড়ে যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যেত না। আবার সামাজিকসাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের আদলে বড় বড় ধর্ম এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছড়িয়েছে। এতে আরেকটি বিষয় অনুমান করা যায়, এশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এ নতুন বাণিজ্য মূলত চীনা বাণিজ্যের মধ্যস্থতায় হচ্ছে। শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যতটা নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে অনেক বেশি চীনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন বেশ কিছু বৈশ্বিক ইস্যু আছে, যার সমাধান কোনো একক দেশের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সে কারণে বলা যায় বিশ্বায়ন একেবারে শেষ হয়ে যাবে, তা নয়। সর্বসাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ওপর। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বলতে খাদ্যপণ্য, পরিষেবা, পুঁজি, প্রযুক্তি ও তথ্যের আন্তমহাদেশীয় আদানপ্রদানকে বোঝানো হয়। পারস্পরিক লেনদেনজনিত বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি, যা দূরত্বজনিত খরচ কমিয়ে দিয়েছে এবং আজকের অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে 'আরও ছিপছিপে ও আরও ক্ষিপ্র' করেছে। মধ্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপকে যুক্ত করা সিল্ক রোড ছিল বটে, কিন্তু সেই আমলে আজকের দিনের মতো আধুনিক কন্টেইনারবাহী জাহাজের বহর ছিল না। এ ছাড়া ইন্টারনেট এখন চোখের পলকেই মহাদেশগুলোকে ভার্চ্যুয়ালভাবে যুক্ত করে ফেলতে পারছে। বিংশ শতকে আধুনিক বিশ্বায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বায়ন ছিল একটি অর্থনৈতিক প্রপঞ্চ। পরবর্তীকালে সেটা রাজনৈতিক চেহারায় মোড় নেয়। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক নির্ভরতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। খাদ্য, পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে এক দেশ আরেক দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চার বছরের ধ্বংসযজ্ঞ শেষে সেই পারস্পরিক নির্ভরতা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগ এমনভাবে ভেঙে পড়েছিল যে ১৯১৪ সালের পর্যায়ের বাণিজ্য সম্পর্কে পৌঁছাতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সময় লেগে গিয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আবার সেই অবস্থা ফিরে আসতে পারে কি না। উত্তর হলো, আসতে পারে যদি যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অথবা চীন যদি সংঘাতে জড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে চীনের স্পর্শকাতর অনেক পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

রোজায় নারী ও শিশুদের জন্য রয়েছে বিশেষ বিধান

নারী ও পুরুষ স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা। নারীরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজেদের সোনাদানা, গয়না ও টাকাপয়সা অর্থসম্পদের জাকাত প্রদান করবেন এবং সদকাতুল ফিতরও আদায় করেন। যদিও নারীর পক্ষে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, সন্তান বা অন্য কেউ আদায় করে দিলে তাও কবুল হয়ে যাবে। যেহেতু আর্থিক ইবাদতগুলো একজন অন্যজনের পক্ষ থেকে আদায় করতে পারেন।

মুহাম্মাদ উছমান গনী
প্রাবন্ধিক

নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিশেষ কিছু বিধান রয়েছে। মায়েরা রোজা অবস্থায় শিশুকে দুধ পান করালে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না এবং অজুও ভঙ্গ হয় না। এমনি এমনিতে দুগ্ধ নিঃসরণ হলেও রোজার বা অজুর ক্ষতি হয় না। কাটাছেঁড়া বা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা তরল বের হলে রোজার কোনোরূপ ক্ষতি হয় না, তবে অজু ভঙ্গ হবে।
বমি হলেও রোজার ক্ষতি হয় না, এতে অজু ভঙ্গ হয়। রোজা পানাহার ও রতিক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট হয়। মহিলাদের রজঃস্রাব বা প্রসবোত্তর স্রাব হলে রোজা ভঙ্গ হবে। এই রোজা পরে কাজা আদায় করতে হবে কাফফারা আদায় করতে হবে না। সন্তানসম্ভবা নারীকে যদি গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় বিজ্ঞ ও ধর্মসচেতন চিকিৎসক রোজা রাখতে বারণ করেন, তবে সেই রোজা পরে কাজা আদায় করতে পারবেন। মহিলারা রজঃস্রাব বা প্রসবোত্তর স্রাব চলাকালে রোজা করতে পারবেন না, ওই রোজাগুলো পরে কাজা আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া মিসরিয়া)। মাসিক পিরিয়ড বা ঋতুস্রাব চলাকালে রোজা রাখা যায় না, নামাজ পড়া যায় না এবং কোরআন তিলাওয়াত করা যায় না,

কাবাঘর তাওয়াফ করা যায় না। এ ছাড়া অন্যান্য দোয়াকালাম, দরুদ ইস্তিগফার, হাদিস তফসির পড়া যায় তাসবিহ তাহলিল, জিকিরআজকার, অজিফা ইত্যাদি আমল করা যায়।
নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিশেষ কিছু বিধান রয়েছে। মায়েরা রোজা অবস্থায় শিশুকে দুধ পান করালে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না এবং অজুও ভঙ্গ হয় না
এ অবস্থায় পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে জায়নামাজও ব্যবহার করতে পারবেন, সাহ্‌রি ও ইফতারে শামিল হতে পারবেন, রান্নাবান্নাসহ সব কাজ করতে পারবেন। ঋতু চলাকালে নারীর স্পর্শে কেউ অপবিত্র হয় না বা কারও অজু গোসল নষ্ট হয় না। রজঃস্বলা রমণীর সঙ্গে রতিক্রিয়া নিষিদ্ধ বা হারাম।
বিশেষ ওষুধ সেবনের মাধ্যমে কোনো নারী তাঁর মাসিক বন্ধ রেখে যদি রোজা পালন করেন, তবে তাঁর রোজা আদায় হয়ে যাবে। যদি এতে তাঁর শারীরিক ও মানসিক কোনো প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। রোজা অবস্থায় মাসিক শুরু হলে ওই রোজা পরে কাজা আদায় করতে হবে, কিন্তু সেদিন পানাহার থেকে বিরত থাকবেন। অনুরূপ রোজার মধ্যে মাসিক চলাকালে দিনের বেলায় তা বন্ধ হলে সেদিনও পানাহার থেকে বিরত থাকবেন, কিন্তু এটি রোজা হিসেবে গণ্য হবে না পরে এই রোজাও কাজা আদায় করবেন।
রোজা অবস্থায় যদি কেউ কোনো ছোট্ট শিশু বা অন্য কাউকে প্রয়োজনে খাবার চিবিয়ে বা দাঁত দিয়ে কেটে বা টুকরা করে দেন, এতে রোজা ভাঙবে না। যেসব নারী ও পুরুষ রান্নাবান্নার কাজ করেন, তাঁরা প্রয়োজনে রোজা অবস্থায়ও তরকারি বা খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করতে বা লবণ দেখতে পারবেন। মুখে বা জিবে নিয়ে তারপর ফেলে দিতে হবে এবং তারপর থুতু ফেলে দিলেই মুখ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ অবস্থায় প্রয়োজন মনে করলে জল দিয়ে কুলি করেও নিতে পারেন।
শিশুরা রমজানের চাঁদ ওঠার আগেই উৎসুক হয়ে থাকে। তারা বড়দের সঙ্গে সাহ্‌রি, ইফতার ও তারাবিহতে শরিক হয় অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল ও আনন্দের সঙ্গে। নাবালেগ শিশু রোজা রেখে ভেঙে ফেললে তার জন্য কাজা বা কাফফারা কিছুই লাগবে না।
এ অঞ্চলে সাধারণত মেয়েরা এগারো থেকে তেরো বছরে এবং ছেলেরা তেরো থেকে পনেরো বছরে বালেগ বা সাবালক হয় তখন থেকেই এদের নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ হয়। যদিও সাত বছর থেকে শিখন ও ১০ বছর থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণমূলক আমল শুরু করাতে হয়। নাবালেগ শিশুদের আমলের সওয়াব পিতামাতা ও অভিভাবকেরা পাবেন।

পুতিন ও সি চিন পিং, যেখানে কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছেন না

ডেনিয়েল উইলিয়ামস

গত মাসে মস্কোয় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে রাশিয়াকে পারমাণবিক হুমকির ব্যাপারে সতর্ক করে চীন। ইউক্রেনে মস্কো যেন পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু না করে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার একটা বার্তা দেয় বেইজিং।
ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর পুতিন বেশ কয়েকবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে তোলেন। তিনিই আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে গিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। অথবা বলা চলে, কয়েক ঘণ্টার জন্য সেটা করেন। যৌথ বিবৃতিতে যেসব প্রতিশ্রুতির তালিকা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে চীন ও রাশিয়া সম্মত হয়, সব পারমাণবিক শক্তিধর দেশকে অন্য দেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে বিরত থাকা উচিত।
কিন্তু সি চিন পিং মস্কো ত্যাগ করতে না করতেই পুতিন সেই চুক্তি উপেক্ষা করলেন এবং বেলারুশে ট্যাকটিক্যাল পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের ঘোষণা দিলেন। বেলারুশ রাশিয়ার সেই প্রতিবেশী দেশ, যেখান থেকে রুশ বাহিনী নতুনভাবে আগ্রাসন শুরু করতে পারে ইউক্রেনে। পুতিনের এই পদক্ষেপে খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় চীন। ২৭ মার্চ বেইজিংয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে, ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টার দিকে সব পক্ষের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং উত্তেজনা প্রশমনে একসঙ্গে কাজ করা উচিত।'
স্লোভাকিয়ায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের গবেষক মার্টিন সেবেনা লিখেছেন, চীন যদি অনড় অবস্থানে থাকে, তাহলে ইউক্রেনে যাই ঘটুক (রাশিয়ার বিপর্যয় কিংবা বিজয়) না কেন, ফলাফল শেষ পর্যন্ত বেইজিংয়ের পক্ষেই যাবে। ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে লাভটা একমাত্র চীনই অর্জন করতে পারে। মার্টিন সেবেনার ব্যাখ্যা হলো, রাশিয়া জিতলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চীনের নেতৃত্বাধীন জোট শক্তিশালী হবে। আর রাশিয়া হারলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশটির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।
রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে ইউক্রেন নীতির ব্যাপারে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে অমিল রয়েছে, এটি তারই দৃষ্টান্ত। রাশিয়াকে অনেক বড় অর্থনৈতিক সমর্থন দিচ্ছে চীন। প্রোপাগান্ডা চালিয়েও সমর্থন করে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও চীন শান্তি স্থাপক হতে চায়, যুদ্ধের মদদদাতা নয়। অন্যদিকে পুতিন ঘোষণা করেছেন, ইউক্রেন তাঁর জন্য অস্তিত্বগত এমন এক হুমকি, যার অপসারণ তাঁকে করতেই হবে। ফলে পুতিনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সি চিন পিং অনেক সময়ই নিজেকে সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটারত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন। একই সঙ্গে আবার তিনি দুই পক্ষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো সীমারেখা না থাকার বিষয়টিরও তারিফ করছেন। যুদ্ধকালে কোনো কিছুই যখন রাশিয়ার পক্ষে নেই, তখন সি চিন পিংয়ের এই সমর্থন মস্কোর জন্য বড় এক কূটনৈতিক প্রাপ্তি। যদিও চীন এটা করছে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে যে মৌলিক বাধ্যবাধকতা, তার ভেতরে থেকেই।
মস্কোয় পুতিনসি চিন পিং শীর্ষ বৈঠকের এক মাস আগে ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে ১২ দফা প্রস্তাব দেয় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিন গ্যাং। সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়, সব দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা অবশ্যই উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। কিন্তু মস্কোয় সি চিন অথবা পুতিনের কেউই অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেননি যৌথ বিবৃতিতে এ ব্যাপারে একটা শব্দও উল্লেখ করা হয়নি।
চীনের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে পুতিনের মোটাদাগের মূল্যায়নটি বিবেচনায় নেওয়া যাক।
প্রকাশ্য বক্তব্যে পুতিন এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শান্তি পরিকল্পনার কিছু বিষয় একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। যদিও কোনো কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়, তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। পুতিন বলেন, চীন যে শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছেন, তার অনেক বিধিই রাশিয়ার দিক থেকে সংগতিপূর্ণ নয়।
রুশ নেতা তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমা বিশ্ব ও কিয়েভের দিকে বলটা ছুড়ে দেন। পুতিন বলেন, চুক্তিতে তাদেরই প্রথম স্বাক্ষর করতে হবে। উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন ও কিয়েভ চীনের দেওয়া শান্তি পরিকল্পনা খারিজ করে দিয়েছে কেননা, সেখানে ইউক্রেন থেকে রুশ বাহিনীর পুরোপুরি প্রত্যাহারের কথা বলা নেই।
এই মতপার্থক্য থাকার পরও এই ইস্যুতে চীন ও রাশিয়ার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেটা ভাবা ঠিক হবে না। কূটনৈতিক সম্পর্কের এ ধরনের নাটকীয় পরিবর্তনের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয় বেইজিং। চীনের নেতারা প্রকাশ্য বিবৃতিতে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের সমালোচনা করেন এবং যুদ্ধের জন্য বিদ্রূপ করেন, চীনের সংবাদমাধ্যমও সেই একই কাজ করেন।
ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে থিঙ্কট্যাংক স্টিমসন সেন্টারের জ্যেষ্ঠ ফেলো ইয়ান সান লিখেছেন, চীনকে বোঝাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ যত চেষ্টাই করুক না কেন, চীন ও রাশিয়ার সম্পর্কের অভিন্নতায় বেইজিংয়ের স্বার্থ। চীনরাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের আগে অনেকে মনে করেছিলেন, ইউক্রেন ইস্যুটি প্রধান গুরুত্ব পাবে। যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ জানিয়েছি, সম্মেলনে চীন রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করার ঘোষণা দিতে পারে। কিন্তু সম্মেলন শেষ হওয়ার পর জানা গেল, এ শঙ্কা ছিল অমূলক। চীন ও রাশিয়ার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইউক্রেন সংঘাত দ্বিতীয় স্তরের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে।
কিছু বিশ্লেষক বলছেন, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ হোক, সে ব্যাপারে সি চিন পিংয়ের তাড়া নেই। তাঁদের ব্যাখ্যা হলো, এই সংঘাত মার্কিনদের সামরিক রসদ নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে ইউক্রেনে সরবরাহ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের গোলাবারুদের মজুতে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে পশ্চিমা অর্থনীতি যখন সংকটে পড়ছে, তখন বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ চীন বাজারের চেয়ে কম মূল্যে রাশিয়ার তেল কিনছে।
এ ছাড়া বেশির ভাগ পশ্চিমা দেশেই কিছু রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ইউক্রেনে সংঘাতে তাদের দেশের সম্পৃক্ততার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।
স্লোভাকিয়ায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের গবেষক মার্টিন সেবেনা লিখেছেন, চীন যদি অনড় অবস্থানে থাকে, তাহলে ইউক্রেনে যাই ঘটুক (রাশিয়ার বিপর্যয় কিংবা বিজয়) না কেন, ফলাফল শেষ পর্যন্ত বেইজিংয়ের পক্ষেই যাবে। ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে লাভটা একমাত্র চীনই অর্জন করতে পারে। মার্টিন সেবেনার ব্যাখ্যা হলো, রাশিয়া জিতলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে চীনের নেতৃত্বাধীন জোট শক্তিশালী হবে। আর রাশিয়া হারলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশটির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। রাশিয়ার শুরু করা ইউক্রেন যুদ্ধ চীনকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করেছে। গত বছর রাশিয়ায় চীনের রপ্তানি দ্বিগুণ হয়েছে। রাশিয়ার জ্বালানি তেল ছাড়কৃত দামে কিনছে বেইজিং। জার্মানিকে ছাপিয়ে চীন এখন রাশিয়ার তেলের সর্ববৃহৎ ক্রেতা।

সাময়িকী

আইএমএফের শর্ত কি মানুষকে নতুন দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দিচ্ছে

ফয়েজ আহমদ
কলামিস্ট

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) জরিপমতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে ধার করে চলছে ৭৪ শতাংশ নিম্ন আয়ের পরিবার। ছয় মাসের ব্যবধানে ৯৬ শতাংশ পরিবার মাংস, ৮৮ শতাংশ পরিবার মাছ কম খাচ্ছেন। ১ হাজার ৬০০ পরিবারের ওপর করা জরিপটি বলছে, শুধু মাছমাংস নয়, ৭৭ শতাংশ পরিবার ডিম এবং ৮১ শতাংশ পরিবার ভোজ্যতেল খাওয়া কমিয়েছে, প্রায় ৪৬ শতাংশ পরিবার ডাল, ৫৭ শতাংশ পরিবার আটা এবং ৩৭ শতাংশ পরিবার ভাত খাচ্ছে কম। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতিতে অনেক পরিবার খাবারের গুণগত মানেও ছাড় দিচ্ছে। সারা দিন উপোস করেছেন, এমন দরিদ্র মানুষের হার ১৮ শতাংশ, ছয় মাস আগে যা ছিল প্রায় ১০ শতাংশ।

এত উন্নয়নের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টির এই উদ্বেগজনক চিত্র কেনএর ব্যাখ্যা সরকারকে পলিসিগতভাবে খুঁজতে হবে। খরচের চাপে খাদ্যাভ্যাস বদলের মানে হচ্ছে অর্থের অভাবে মানুষ কম ক্যালরি ও কম পুষ্টির নিম্নমান খাবারে ঝুঁকছে। খাদ্য ও পুষ্টির এই ভয়াবহতা দেশে নতুন দারিদ্র্য তৈরি করবে, পুষ্টিহীন, রোগপ্রতিরোধহীন কিংবা খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যাও বাড়াবে। তাদের শারীরিক গঠন ও মেধার বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

আধুনিক সময়ে, ভাত, গমের একমুখী সূচকে দারিদ্র্য মাপা হয় না। খাদ্যপুষ্টি, অসুখবিসুখ থেকে শুরু করে শিক্ষা, আবাসন সবকিছুকেই এখন বিবেচনায় নেওয়া হয়। ফলে বাধ্যতামূলক খরচের খাত এখন বিস্তৃত। খাদ্য ব্যয়, স্বাস্থ্য ব্যয়, জ্বালানি ব্যয়, জলবায়ুজনিত ব্যয়ে, শিক্ষা ও আবাসন ব্যয়ে মানুষ গরিব হচ্ছে। দারিদ্র্য এখন বহুমুখী।

ফলে জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওসহ জাতিসংঘের সব সংস্থা, সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাই দারিদ্র্যের সূচক 'মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি'র কয়েক ডজন উপসূচকের গড় করে প্রকাশ করে। করোনার পরে দেশের দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য যখন ৩২৩৫ শতাংশের কোটায় (করোনার আগে দারিদ্র্য ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছিল), বর্তমানে যেকোনো হিসেবেই দারিদ্র্য প্রতি তিনজনে একজন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সরকারের নীতিতে এসব পরিসংখ্যানের কোনো বাস্তব প্রতিফলন নেই।

সরকার আইএমএফকে খুশি করতে আর জ্বালানিতে ভর্তুকি দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ বাংলাদেশে জ্বালানি ভর্তুকিতে বিশ্বের ৪০তম দেশ, এমনকি যুক্তরাজ্য, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসও রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের পরে জ্বালানি ভর্তুকি দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশে ৩২৩৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে, যেখানে ক্রয়ক্ষমতার বৈষম্য এবং সম্পদ পিরামিডের ধনীগরিবের ব্যাপক ব্যবধান, সেখানে কীভাবে দরকারি ভর্তুকি উঠিয়ে দিয়ে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে?

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের সূচকে (এমপিআই) জুন ২০২১ প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার। এ সংখ্যা ৬ কোটি ৫১ লাখ। বেসরকারি সংস্থার জরিপে করোনার পরে নতুন তৈরি হওয়া দরিদ্রের সংখ্যাকে ন্যূনতম দেড় কোটি থেকে সোয়া দুই কোটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের সূচকে নতুন দারিদ্র্য ৪০ শতাংশের বেশি হবে। আশ্চর্যের বিষয় যে খারাপ পরিসংখ্যান বেরিয়ে পড়ার ভয়ে দৈনিক ১৮০০ ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণকারী জনসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য উচ্চমান জরিপ করছে না সরকার। প্রায় ৮ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে পলিসি রিভিউ না করার এই নীতি পশ্চাৎপদ। দেশের গরিব মানুষের মোট ক্যালরির প্রায় ৬৪ শতাংশ ভাত থেকে আসে। এক বছরে চালের দাম বেড়েছে ৪১ শতাংশ, গমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৭১ শতাংশ। সানেম জরিপমতে, এ সময় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মজুরি কিংবা দিনমজুরের আয় বাড়েনি, বরং গড় খরচ ১৩ শতাংশ বেড়েছে।

জানা অজানা

আমরা সবাই উপদেশ দিতে চাই কিন্তু উপদেশ মেনে চলতে চাই না

সুনীল কুমার দে

বর্তমান সময়ে টিভি খুললে অথবা স্মার্ট ফোন খুললে হাজার হাজার বাবা,সাধ্বী, সাধু সন্ন্যাসী, কথাবাচক, কীর্তনীয়া,মৌলবী, ফকির,পাদ্রী ঘন্টার পর ঘন্টা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু নিজেরা সে উপদেশ গুলোকে নিজেদের জীবনে পালন করতে পারছেন না।একজন গুরু ও কথাবাচক,মৌলবী ও পাদ্রী নিজের কথা ও নিজের ভাব কে বড় করে দেখাচ্ছেন আর অন্য লোকের সমালোচনা করছেন, তাদের ছোট করছেন ও প্রানখুলে নিন্দা করছেন।সেই সব বিদ্যাবাগীশ,কথাবাচক ও কীর্তনীয়ারা কারো ছোঁয়া খান না,কারো রান্না খান না,তাদের থাকার ঘর,শোয়ার ঘর আলাদা চাই,তাদের রান্না করার বাসন নুতন চাই,বিছানা পত্র নুতন চাই।সেই সব বাবাজীরা আসরে ও প্যান্ডেলে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের বড় বড় কথা বলছেন অথচ তারাই আবার গোপনে প্রেম করছেন,অনাচার ব্যভিচার করছেন,প্রেম করে বিয়ে করছেন,মানুষ কে বোকা বানিয়ে টাকা লুটছেন।তারাই সমাজে হিংসা ও ঘৃণা ছড়াচ্ছেন।
তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, চাপরাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশ না পেলে কেউ লোক শিক্ষা দিতে পারে না।দিলেও তার কথার জোর হবে না বা তার কথা কেউ নিবে না।তাই যারা মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষ তাঁরা আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান।চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন অথচ তিনি নিজের নাম নিজে করেছেন লোক শিক্ষার জন্য।কেমন করে হরিনাম করতে হয় তা তিনি নিজে করে জগৎ কে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেজন্য তাঁর কথার এতো জোর।ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ অথচ তিনি মা মা বলে পাগল হয়েছিলেন।কেমন ব্যাকুল হয়ে ডাকলে মাকে পাওয়া যায় তা তিনি নিজে করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।যত মত তত পথ শুধু মুখে বলেন নি সব ধর্ম পথ ও মতে সাধনা করে ও সিদ্ধিলাভ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তবে তাঁর কথার এতো জোর।স্বামী বিবেকানন্দ যত্র জীব তত্র জীব বলে ক্ষান্ত হন নি সেবার কেন্দ্র বেলুড় মঠ তৈরি করে মানব সেবা কিভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তবে তাঁর কথার এতো জোর।আজকাল দুটো ধর্মের বই পড়ে আমরা সবাই উপদেশ দিতে চাই কিন্তু উপদেশ নিতে চাই না।আমি শিক্ষক,আমি প্রফেসর, আমি ধর্ম গুরু সব জিনিষ জেনে বসে আছি আমাকে কে শিক্ষা দেবে আমিই উল্টো সবাই কে শিক্ষা দেবে এর নাম অহংকার।ঠাকুর তাই বলেছেন, শেখার কোনো শেষ নেই,শেখার কোনো বয়স নেই।সখী যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।তাই অপর কে শিক্ষা দিতে গেলে আগে নিজেকে তা পালন করতে হবে,অপরকে জ্ঞান দিতে গেলে আগে নিজেকে তা আচরণ করতে হবে।নইলে ঠাকুরের কথায়,, হেগো গুরুর পেদো শিষ্যের হবে ও লোক হাঁসি হবে।

পাঠকের চিঠি

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জি.ডির ব্যাবস্থা করা হোক

করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার কারণে কলকাতা পুলিশ জিডি করার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে । থানার নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে ফোন করে, ভিডিও কল করে জিডি করার অভিনব প্রয়াস প্রশংসনীয় । তবে ফোন কলের মাধ্যমে জি.ডি করতে সমস্যাও হবে যেমন ঃ যিনি জি.ডি করার জন্য ফোন করবেন সেই ফোন অন্য ফোনকলে ব্যস্ত থাকলে অপরজনকেও ফোনে ব্যস্ত বলবে । তাই জিডি করতে অভিযোগ বা সমস্যা দরখাস্ত আকারে লিখে থানার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হোক । যাঁরা দরখাস্ত লিখতে পারবেন না তাঁরা অন্য কোনো শিক্ষিত মানুষের কাছে দরখাস্ত লিখে নিতে পারেন কিম্বা কিছু ক্ষেত্রে ফোনেও জিডি করা যাবে । যাঁদের নিজস্ব হোয়াটসঅ্যাপ নেই তাঁরা অন্য কোনো সচেতন ব্যাক্তির হোয়াটসঅ্যাপের সুযোগ নিতে পারেন জি.ডি করার ক্ষেত্রে । হোয়াটসঅ্যাপে মাধ্যমে জিডি করা সুবিধাজনক হবে । দরখাস্ত হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ডাউনলোড, প্রিন্ট আউট করে থানার পুলিশকর্তারা জেনারেল ডায়রিতে এন্ট্রি করতে পারবেন । হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দরখাস্তের প্রতিলিপি নেওয়া হোক । করোনা পরিস্থিতিতে জি.ডি করতে থানাতে ভিড় না করে মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জি.ডি করার ব্যবস্থা চালু করলে কলকাতা পুলিশের সুবিধা হবে । শুধু কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে নয় রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রেও রাজ্যের প্রতিটি থানাতেই জিডি করার জন্য এমন ব্যবস্থা চালু করতে পারলে প্রতিটি থানার ক্ষেত্রেই সুবিধা হবে । এখন সর্বক্ষেত্রেই অনলাইনের কাজ মোবাইলের মাধ্যমে করা যায় । পুলিশের কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ সহ সব ধরনের মানুষের এতে সুবিধার্থে থানাতে জিডি করা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ শুরু হোক ।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের সতর্কতা

মহম্মদ ওয়াশিম

বীরভূমঃ কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গে কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে যাঁদের নাম নথিভুক্ত আছে তাঁদের এই প্রকল্পের পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে e KYC ফর্ম পূরণ করতে হবে । এটি দুটি উপায়ে করা যায় ।

১) যেসব আঁধার কার্ডের সাথে মোবাইল ফোন নম্বর লিঙ্ক করানো আছে তাদের ওই লিঙ্ক করা ফোন নম্বরে ওটিপি আসবে, সেই ওটিপি ব্যবহার করে e KYC আপডেট করানো যাবে ।

২) আর যাঁদের মোবাইল লিঙ্ক করানো নেই তাঁদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ দিয়েই এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।

এখন সমস্যা হলো

কেন্দ্রীয় সরকারের কিষান সম্মান নিধি'র e KYC আপডেট গত মঙ্গলবার রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজ্যের সমস্ত বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে বন্ধ হয়ে গেছে কারণ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলিতে কাজটি সম্পন্ন হচ্ছিল আঁধার কার্ডের সাথে লিঙ্কিং করা মোবাইলে ওটিপি পাঠিয়ে যাহা হচ্ছিল ওয়েবসাইটের পাবলিক ইন্টারফেসে । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ওয়েবসাইটটির পালবিক ইন্টারফেস বন্ধ করা হয়েছে ।

অন্যদিকে, সারাদেশে এই কাজটি কমন সার্ভিসেস সেন্টার(CSC) বা তথ্যমিত্র কেন্দ্র গুলিতে চালু আছে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে । তাই বর্তমানে e KYC আপডেট করানোর জন্য রাজ্যের কমন সার্ভিসেস সেন্টারে (CSC) গিয়ে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন পদ্ধতিতেই (অর্থাৎ আঙুলের ছাপ দ্বারাই) সুসম্পন্ন করতে হবে ।

এছাড়াও সম্প্রতিক PM Kisan এর ওয়েব পোর্টালে Refund er একটি নতুন লিঙ্ক জোড়া হয়েছে । এই রিফান্ড লিংক তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা জালিয়াতি করে ভুল তথ্য দিয়ে কেন্দ্র সরকারের টাকা লুট করছে ও যে সমস্ত যৌথ পরিবারে একধিক ব্যাক্তি চালাকির সাহায্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির টাকা নিচ্ছেন । শুধু যে জালিয়াতি তাইনা, অনেক চাকুরী জীবি, পেনশন প্রাপ্ত ও টাক্স প্রদান করা ব্যক্তিও প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনায় আবেদন করেছেন ও টাকা নিচ্ছেন । ওই সমস্ত ব্যক্তিকেই টাকা ফেরত দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কিষান খাতে । যথাযত সময়ে টাকা ফেরত না দিলে ওই সমস্ত ব্যক্তির ওপর সরকারের সাথে জালিয়াতি করে টাকা নেওয়ার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে । এই টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আগেই নোটিস জারি করা হয়েছে ।

স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজারি বন্ধ হোক

বীরভূম ঃ চলছে স্ট্যাম্প পেপারের দেদার কালোবাজারি (বর্তমান, ০৯০১) শীর্ষক খবর পড়ে এই চিঠি ঃ এই সমস্যা সাধারণ মানুষেরা নিয়মিত ভুগছেন । ১০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার ৩০ টাকা মূল্যে কিনতে হয় । ১০ টাকার কোর্ট ফি ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা অতিরিক্ত মূল্যে কিনতে হয় । স্ট্যাম্প পেপার, কোর্ট ফি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগে । স্ট্যাম্প পেপার জমি রেজিস্ট্রির দলিল করতে কাজে লাগে, বিভিন্ন এফিডেফিট করতে কাজে লাগ স্ট্যাম্প পেপার । ভেন্ডারদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে এসব কিনে কাজ মেটাতে হয় । এর বিহিত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন ।

সুলতানা জেসমিনের মৃত্যু মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে, নির্যাতনে নয় ঃ ময়নাতদন্ত টিমের প্রধান

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব হেফাজতে নয়,মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণেই সুলতানা জেসমিনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ময়নাতদন্ত টিমের প্রধান ডা. কফিল উদ্দিন। সোমবার (৩ এপ্রিল) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ও ময়নাতদন্তকারী টিমের প্রধান ডা. কফিল এ কথা বলেন। এর আগে রবিবার বিকালে জেসমিনের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন তিনি। পরে রাজশাহী নগর পুলিশের(আরএমপি) মুখপাত্র রফিকুল আলম জানিয়েছিলেন বিষয়টি শুনেছি। তবে প্রতিবেদনে কি আছে তা বলতে পারছি না। আর, আদালতে প্রতিবেদন পৌঁছানোর আগে স্পর্শকাতর এই বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলবেন না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জেসমিনের মৃত্যুর পর ২৫ মার্চ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ মর্গে তিন সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড ময়নাতদন্ত করে। এই বোর্ডের প্রধান ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. কফিল উদ্দিন। রবিবার রাতে ডা. কফিল বলেছিলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অফিস সময়ের মধ্যেই পুলিশকে দেয়া হয়েছে। মৃত্যুর কারণ কি এসেছে সেটা আমি গণমাধ্যমকে বলতে পারব না। অন্য দিকে, তখন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রাজপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুভাষ চন্দ্র বর্মনও প্রতিবেদনের বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্বে থাকা পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রুহুল আমিন জানিয়েছিলেন, আমি তদন্ত কর্মকর্তার কাছে শুনলাম যে রিপোর্ট এসেছে। কী রিপোর্ট এসেছে সেটা আমি জিজ্ঞেস করিনি। রিপোর্ট কোর্টে গেলে সবাই জানতে পারবে। উল্লেখ্য, গত বছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭-এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ন করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০০৪ সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা।

অরবিন্দ কেজরিয়াল একজন কাপুরুষ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অসমে থেমে স্রেফ মিথ্যা কথা বলে গেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দিল্লি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে চোর বলেছিলেন। অথচ গুয়াহাটি সফরে এসে দলীয় সংকল্প সভায় অংশগ্রহণ করে দেওয়া ভাষনে এই বিষয়টি উল্লেখই করেননি অরবিন্দ কেজরিয়াল। ফলে তাকে কাপুরুষ বলে আখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন গুয়াহাটি এসে শুধুমাত্র মিথ্যা কথা বলে গেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য দিল্লি বিধানসভায় অরবিন্দ কেজরিয়াল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার পর এই একই কথা অসমে এসে বলার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যদি একই অভিযোগ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অসমের সভায় উত্থাপন করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করবেন তিনি। তবে এই বিষয়টি গুয়াহাটির সভায় উত্থাপন করেননি অরবিন্দ কেজরিয়াল। তবে অসম সফরে এসেই মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আক্রাত্মক হয়ে উঠলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল। গুয়াহাটি মহানগরের ভরলুমুখ স্থিত সোনারাম বিদ্যালয় ময়দানে রবিবার আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটির তরফে কর্মকর্তাদের সংকল্প সভায় অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন গত দুদিন ধরে তার বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তবে তাকে রাজ্যের মানুষ থেকে অসমের সংস্কৃতি শেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি দিল্লিতে তার বাড়িতে এসে চা পান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাজ্যে এসে ব্যাপক ভাবে দলের নির্বাচন মুখী প্রচার করেছেন অরবিন্দ কেজরিয়াল। তাছাড়া তিনি দিল্লিতে ১২ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। তার সঙ্গে আসা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান বিজেপির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেন। তিনি বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজন নেই। বরং অরবিন্দ কেজরিয়ালের নতুন ডিজিটাল ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল অসমে এসে বিভিন্ন কথা বললেও দিল্লি বিধানসভায় যেই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন সেটা তিনি বলেননি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অরবিন্দ কেজরিয়াল একজন কাপুরুষ সেটা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ যত হিরোগিরি সেটা বিধানসভার চার সীমানার ভিতরে। বাইরে এসে এই কথা বলার সৎ সাহস নেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। অরবিন্দ কেজরিয়ালকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন যদি উনি একজন পুরুষ তাহলে পুরুষের মতন বক্তব্য করুক, যদি মহিলা তাহলে মহিলার মতো, যদি নেতা তাহলে নেতার মতো, যদি খেলোয়াড় তাহলে খেলোয়াড়ের মতো তাকে মন্তব্য করা উচিত। এভাবে কাপুরুষের মতন মন্তব্য করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি এসে শুধু মিথ্যা কথা বলে গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অরবিন্দ কেজরিয়াল দিল্লিতে ১২ লক্ষ সরকারি চাকরি দিয়েছেন বলে ঘোষণা করে গেছেন। অথচ দিল্লিতে সর্বমোট সরকারি চাকরির সংখ্যা দেড় লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে এক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়েছেন। কোনো রাজ্যের যদি শুধুমাত্র দেড় লক্ষ সরকারি চাকরির পদ থাকে তাহলে সেখানে ১২ লক্ষ নিযুক্তি কিভাবে দেওয়া হলো। বাকি সাড়ে দশ লক্ষ ব্যক্তিকে কোথায় চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মা কামাখ্যা মন্দিরের নিচে এসে এবং পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে এসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে মিথ্যা কথা বলা উচিত হয়নি।

অন্যদিকে তিনি বলেন অরবিন্দ কেজরিয়াল দিল্লিতে ৩০০-৪০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ অসম সরকার অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে ১৪০০ টাকা মাসে দিচ্ছে। দিল্লির মতন অসম সরকার যদি শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিল মাফ করে দেয় তাহলে সরকারের খরচ হবে মাত্র ৫০০-৬০০ কোটি টাকা। অথচ অরুণোদয় প্রকল্পের জন্য সরকারে খরচ হচ্ছে চার হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অরবিন্দ কেজরিয়ালের আমন্ত্রণ অনুযায়ী তিনি দিল্লি যাবেন। তবে দিল্লিতে কোথায় যাবেন সেটা তিনি নির্ণয় করবেন। দিল্লিতে ৬০ ব্যক্তি নরকে বসবাস করছেন। সেই তুলনায় অসমের যে কোন গ্রাম স্বর্গ। ৭০ শতাংশ ব্যক্তি ভয়াবহভাবে দিল্লিতে দিন যাপন করছেন। একটি কোঠায় ২০ থেকে ৩০ জন ব্যক্তি থাকেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

একইভাবে তিনি বলেন অরবিন্দ কেজরিয়াল অসমের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মন্তব্য করে উল্লেখ করেছেন যে দিল্লি, পাঞ্জাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না। অথচ পাঞ্জাবে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অসমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটি রাজনৈতিক কারণে কয়েকজন কংগ্রেসী এই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসমের সাধারণ মানুষ অতিথি আপ্যায়নে সিদ্ধ হস্ত এটা সত্যি কথা। কিন্তু ঔরঙ্গজেব যখন অসমে এসেছিল তখন লাচিত বরফুকন সেই সময়ে অতিথি আপ্যায়ন করেননি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমের প্রত্যেক মানুষ খাস অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে রাজ্যের প্রতিজন ব্যক্তি আম আদমি নয় বরং প্রত্যেকেই খাস এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ঈদের আগে পরে ৯ দিন মহাসড়কে মোটরসাইকেল নিষিদ্ধ করার দাবি

ঢাকা ঃ আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে ও পরে অন্তত ৯ দিন মহাসড়কে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে নৌ, সড়ক ও রেলপথ রক্ষা জাতীয় কমিটি। ঈদ ভ্রমণের সময় থ্রিহুইলার চলাচল বন্ধ করতে এবং সকল আন্তঃজেলা সড়কে অতিরিক্ত বাস ভাড়া নেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এই নাগরিক সংগঠন। জাতীয় কমিটির সভাপতি হাজী মোহাম্মদ শহীদ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আশিস কুমার দে এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান। এছাড়া নাগরিক সংগঠনের নেতারা দেশের সকল সড়ক ও মহাসড়কে অনিবন্ধিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধের দাবি জানান। এসব দাবি বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর প্রতি আহ্বান জানান তারা। নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত ঈদ ভ্রমণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ং বিবৃতিতে। বলা হয়, সারাদেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। আর, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা গত বছরের সকল সড়ক দুর্ঘটনার ৪০ শতাংশের বেশি। তাই এই দুই চাকার গাড়িতে দূরপাল্লার যাতায়াতের কারণে ঈদ মৌসুমে আরো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ছোট ও অনিরাপদ যানবাহন মহাসড়ক ও আন্তঃজেলা সড়কে বাস ও ট্রাকের মতো বড় যানবাহনকে ধীর করে দেয়। এতে দুর্ঘটনা ও যানজটের আশঙ্কা বাড়ে।

বিজেপির গুপ্তচর এজেন্ট গদ্দার প্রসঙ্গে জর্জরিত কংগ্রেস ঃ বিধানসভায় বিধায়কদের তহবিল বাড়ানোর দাবি জানাবে কংগ্রেস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসে বিজেপির গুপ্তচর এজেন্ট রয়েছে। এই সন্দেহে জর্জরিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। হলে এবার দলটির শীর্ষ নেতারা বিজেপির গুপ্তচর এজেন্ট অথবা গাদ্দারকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছেন। এরই মধ্যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভায় বিধায়িকা নন্দিতা দাসের মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিং করার দৃশ্য অপর মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দী হওয়ার পর থেকে এক্ষেত্রে নতুন করে কংগ্রেসে শুরু হয়েছে তৎপরতা। এক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ব্যাপক চিন্তা চর্চা এবং আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে এরই ফাকে অসম বিধানসভার কংগ্রেসের দলীয় বৈঠকে বিধায়কদের তহবিল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অসম বিধানসভায় রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার বিরুদ্ধে কালো কাপড় পরিধান করে ব্যাপক প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন কংগ্রেসের বিধায়করা। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দলটির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন কংগ্রেসে তার মানুষ রয়েছে। ফলে এদিন যে বিধানসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে সেটা তিনি আগের থেকেই জানতেন বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এরপরেই অসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে এক ঝড়ের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসে বিজেপির গুপ্তচর অথবা এজেন্ট রয়েছে এই অপবাদে জর্জরিত হয়ে দলটি নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করার জন্য ডক্টর আসিফ নাজারকে অবশেষে শোকজ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তিন দিনের মধ্যে এই প্রসঙ্গে জবাব দেবার জন্য সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেসে বিজেপির গুপ্তচর থাকার বিষয়টি নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক বৈঠকে ব্যাপক চিন্তা চর্চা আলোচনা করা হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কার্যনির্বাহক বৈঠকে বিধায়িকা নন্দিতা দাসের মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিং করার দৃশ্য অপর মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দী হওয়ার পর থেকে এক্ষেত্রে নতুন করে কংগ্রেসে শুরু হয়েছে তৎপরতা। অর্থাৎ বিধায়িকা নন্দিতা দাসকে বিজেপির গুপ্তচর অথবা এজেংট বলে প্রমাণিত করার লক্ষ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দলের মধ্য থেকে এই ভিডিওটি ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিধায়িকা নন্দিতা দাস বলেন অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাঠের বক্তব্য তিনি মোবাইলে রেকর্ডিং করেছিলেন। লুকিয়ে নয় সবার সামনে এই রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তিনি জানান এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সহ বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে এই তথ্যগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরার পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করার জন্য তিনি এভাবে ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলেন বলে জানালেন বিধায়িকা নন্দিতা দাস।

এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন তিনি এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চিন্তিত রয়েছেন। চিন্তার অন্ত নেই। একাংশ কংগ্রেসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদার জন্য অসমের রাজনৈতিক ইতিহাসে কংগ্রেসেকে নিয়ে কালো অধ্যায় রচনা হোয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হলে জাতির দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যথা অসমবাসী কংগ্রেসকে কখনো ক্ষমা করবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন বিধায়িকা নন্দিতা দাসকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর তিনি সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন কংগ্রেসে কয়েকজন বিজেপির গুপ্তচর থাকলেও সবাইকে এক্ষেত্রে সন্দেহ করা উচিত নয়। ভূপেন বরা সভাপতি হওয়ার আগের থেকেই কংগ্রেসের নেওয়া যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্তের খবর বিজিবির কাছে পৌঁছে যেত। এক্ষেত্রে কয়েকজন বিধায়ক জড়িত থাকলেও প্রত্যেক বিধায়ককে দোষারোপ করা ঠিক নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। বিধানসভায় কংগ্রেসের দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া বলেন নিজের দলের মধ্যে এভাবে বেশি সন্দেহ করলে ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে। ফলে এক্ষেত্রে সবাইকে টার্গেট করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে অসম বিধানসভা অধিবেশনে মঙ্গলবার যেহেতু বিরোধিতা সংকল্প প্রস্তাব আনতে পারেন সে ক্ষেত্রে আলোচনা করতে কংগ্রেসের বিধায়ক দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর কংগ্রেসের দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া বলেন অসমের জনসংখ্যা বেশি অথচ উত্তর পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমের বিধায়কদের তহবিল কম। ফলের ক্ষেত্রে বিধায়কদের তহবিল বৃদ্ধি করার জন্য কংগ্রেস দাবি জানাবে। তাছাড়া বিধায়করা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামের থেকে আসা সাধারণ মানুষদের সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোন স্থান না থাকার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সকলের ক্ষেত্রে রাজ্যের জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ে বিধায়কদের জন্য কার্যালয় নির্মাণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন দেবব্রত শইকীয়া।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি

পদ্মা ভবনে বৈঠকে মিলিত ৮ রাজ্যের দলীয় সভাপতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে বিজেপির গুপ্তচর এজেন্ট গদ্দার থাকার বিষয়টি নিয়ে জর্জরিত হয়ে রয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। অন্যদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম রাজ্য কমিটি। উত্তর পূর্বের আটটি রাজ্যের বিজেপির প্রদেশ সভাপতিরা বৈঠকে মিলিত হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের উজানবাজার স্থিত বিজেপির উত্তরপূর্বের মুখ্য কার্যালয় পদ্মাভবনে শনিবার এক দলীয় বৈঠক আযোজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে বিজেপির উত্তর পূর্বের ৮ রাজ্যের সভাপতিরা অংশ নিয়ে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত সভাপতিরা প্রতিটি রাজ্যে বুথ সবলীকরণকে মূল বিষয় হিসেবে নিয়ে আলোচনা এবং মত বিনিময় করেছেন বলে জানা গেছে। সভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ, সম্পাদক অরবিন্দ মেনন, সম্পাদিকা আশা লাকড়া সহ উত্তর পূর্বের সমন্বয়ক ডক্টর সন্দীপ পাত্র, রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ উত্তর পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। সবাই আগামী দিনে উত্তর পূর্বের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির সাংগঠনিক স্থিতি অধিক মজবুত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুথ সবলীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের হিতাধীকারিদের স্পর্শ করা বিশেষ কর্মকর্তা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যপন্থের মাধ্যমে আসন্ন দিনগুলোতে উত্তর পূর্বে বিজেপির সংগঠন বৃদ্ধি করা হবে বলেও এদিনের সবাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কিশোর উপাধ্যায়।

গুজরাটের বিপক্ষে কি খেলবেন মোস্তাফিজ?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক) ঃ ৫০ রানের হার দিয়ে এবারের আইপিএল মৌসুম শুরু করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ভাড়া করা বিমানে ঘটা করে গেলেও লক্ষ্ণৌ সুপারজায়া-টসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে সুযোগ মেলেনি বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের। সেই হারের ধাক্কা সামলে দিল্লির ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইটা আরও চ্যালেঞ্জিং। ডেভিড ওয়ার্নারের দলকে এবার খেলতে হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে। প্রশ্ন হচ্ছে, ঘুরে দাঁড়ানোর এই ম্যাচে কি একাদশে দেখা যাবে মোস্তাফিজকে?

বিমানযাত্রার এক মুহূর্তে মোস্তাফিজ গুজরাটের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে শক্তি বেড়েছে দিল্লির। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আনরিখ নর্কিয়া ও লুঙ্গি এনগিডি। দিল্লির পেস বোলিং লাইনআপে শক্তি বাড়াতেই মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে মোস্তাফিজের। মোস্তাফিজের এখন দলে জায়গা পাওয়ার জন্য লড়াই করতে হবে নর্কিয়ার সঙ্গে।

কারণ, তিন মৌসুম ধরে দিল্লি বোলিং শক্তির অন্যতম প্রধান অস্ত্র নর্কিয়া। গত মৌসুমে কিছুটা নিষ্প্রভ থাকলেও এর আগের দুই মৌসুমে আলো ছড়িয়েছেন এই প্রোটিয়া পেসার। ২০২২ সালের আইপিএলে ৬ ম্যাচে ৯.৭২ ইকোনমিতে মাত্র ৯ উইকেট নিলেও তাঁর ওপর ভরসা হারায়নি দল। যে কারণে নিলামে দিল্লি তাঁকে ধরে রেখেছে। গত ম্যাচে অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে দিল্লিতে বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ছিলেন মিচেল মার্শ, রোভম্যান পাওয়েল ও রাইলি রুশো। বিদেশি চারজন ক্রিকেটারই ছিলেন ব্যাটসম্যান।

মূলত দলে চেতন সাকারিয়া ও খলিল আহমেদের মতো দুজন ভারতীয় বাঁহাতি পেসার থাকায় মোস্তাফিজকে বিবেচনা করেনি দিল্লি। এই দুই পেসারের সঙ্গে দলে ছিলেন তরুণ ভারতীয় পেসার মুকেশ কুমার। এই তিন পেসারই ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ধারাবাহিকভাবে বল করতে পারেন না। যে কারণে দিল্লির পেস আক্রমণে নর্কিয়াকে বিশেষ প্রয়োজন। তাঁর যুক্ত হওয়া নিশ্চিতভাবেই গতির দিক থেকে দিল্লিকে বাড়তি সুবিধা দেবে।

মোস্তাফিজের অধিনায়ক ওয়ার্নার আর দিল্লির একাদশে নর্কিয়া সুযোগ পেলে মোস্তাফিজের জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একাদশ থেকে সে ক্ষেত্রে বাদ পড়তে হবে পাওয়েল কিংবা রুশোকে। অধিনায়ক হওয়ায় ওয়ার্নারের জায়গা নিয়ে প্রশ্ন নেই। প্রথম ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেও এই ম্যাচেও মার্শের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে ভালো ছন্দে থাকলেও পাওয়েল কিংবা রুশোকে জায়গা হারাতে হবে। এঁদের যে কারও জায়গায় একাদশে ঢুকতে পারেন মনিশ পান্ডে।

তবে বিশেষ কোনো পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দলে নর্কিয়ার জায়গায় খেলতে পারেন মোস্তাফিজ। তাহলে হয়তো খলিল কিংবা সাকারিয়াকে একাদশের বাইরে থাকতে হবে। গত ম্যাচে ৪ ওভারে ৫৩ রান দেওয়া সাকারিয়ারই বাইরে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

পেস অ্যাটাকে সে ক্ষেত্রে যোগ হতে পারে ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে নিয়মিত বল করা ভারতীয় পেসার কমলেশ নাগারকটি। আবার এত সব সমীকরণ না ভেবে প্রথম ম্যাচের হারে একটুও বিচলিত না হয়ে একই একাদশ নিয়েও মাঠে নামতে পারে দিল্লি।

আইপিএলে একাদশে না থাকলেও ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে খেলার সুযোগ থাকে ক্রিকেটারদের। মোস্তাফিজের ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে খেলাটাও কঠিন। কারণ, বিদেশি কোনো ক্রিকেটারকে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে দলে নিতে হলে প্রথম একাদশে তিনজন বিদেশি ক্রিকেটার রাখতে হবে। দিল্লি কি সেই ঝুঁকিটা নেবে? সব মিলিয়ে মোস্তাফিজের দিল্লির দলে জায়গা পাওয়াটা কঠিনই বলতে হবে।

আর্জেন্টিনার 'বস' মেসিকে বার্সেলোনায় যাওয়ার পরামর্শ অঁরির

আর্জেন্টিনাঃ ম্যাচ শুরুর আগে মাঠের পর্দায় খেলোয়াড়দের ছবি দেখিয়ে পিএসজির একাদশ ঘোষণা করা হচ্ছিল। লিওনেল মেসির ছবি ভেসে উঠতেই পিএসজির সমর্থকেরা দুয়ো দিতে শুরু করেন। ঘরের মাঠে লিওঁর কাছে ম্যাচটি হারার পর আরও একবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাজয়ী অধিনায়ককে দুয়ো দিয়েছে তারা। এমন ঘটনার পর আরও একবার ফুটবলবিশ্বে একটি প্রশ্ন ঘুরছেএরপরও কি মেসি প্যারিসে থাকবেন? প্রশ্নটা আসলে ঘুরছে অনেক দিন থেকেই। বিশেষ করে পিএসজির সঙ্গে মেসির নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগোচ্ছে না দেখে। এখন তো ফুটবল আকাশে জোর গুঞ্জনমেসি আবার বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন। তাঁর সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ থিয়েরি অঁরিও মেসি 'আর্জেন্টিনার বস' উল্লেখ করে তাঁকে ক্যাম্প ন্যুতে ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন।

মেসিকে দুয়ো দেওয়ায় পিএসজির সমর্থকদের সমালোচনা করেছেন ফ্রান্সের সাবেক ফরোয়ার্ড অঁরি বলেছেন, 'পার্ক দে প্রিন্সেসে (নিজেদের সমর্থকদের) দুয়ো শোনাটা লজ্জার বিষয়। আপনি দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে দুয়ো দিতে পারেন না। সে (চলতি মৌসুমে) ১৩টি গোল করেছে, ১৩টি গোলে করেছে সহায়তা।'

২০০৭ থেকে ২০১০এই তিন মৌসুম বার্সেলোনায় একসঙ্গে খেলেছেন অঁরি ও মেসি। সাবেক সতীর্থকে আবার বার্সেলোনায় ফেরার পরামর্শ এভাবে দিয়েছেন অঁরি, 'এটা কোনো তথ্য নয়। এটা আমার আশা যে ফুটবলের ভালোবাসার জন্য মেসি আবার বার্সেলোনায় ফিরুক।'

মেসির প্রতি পিএসজি সমর্থকদের আচরণ রূঢ় হতে শুরু করে মূলত বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে দলটি চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর। কিন্তু অঁরি তাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তিনজন কনডাক্টর নিয়ে একটি অর্কস্ট্রা দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সহজ নয়। আর্জেন্টিনায় সে বস। আপনি দেখেন, আর্জেন্টিনায় খেলোয়াড়েরা তাকে কীভাবে দেখে। তারা তার জন্য মরতেও পারে। এখানে বিষয়টি ভিন্ন।'

৫৫ ছক্কা, ৪৯ চারে শেষ ওভারে ধোনির ২৭৭ বলে ৬৭৯ রানতালিকায় এরপর কে?

লক্ষ্ণৌঃ বয়স ৪১। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেষবার খেলেছেন সেই ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। আইপিএল ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতাতেও মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখাও যায় না। বছরের বেশির ভাগ সময়েই তাই থাকেন মাঠের বাইরে। স্বাভাবিকভাবেই ধোনির ব্যাটে কিছুটা হলেও মরচে ধরার কথা। তবে তার আঁচ খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না। চেন্নাই অধিনায়ক ব্যাট হাতে এখনো তাঁর কাজটা ঠিকই করে যাচ্ছেন। কাজটা যে করে যাচ্ছেন, এর প্রমাণ তো লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের বিপক্ষে ওই দুই ছক্কা। যে দুই ছক্কায় আইপিএলে ৫ হাজার রানের মাইলফলকের দেখা পান ধোনি। গতকাল লোকেশ রাহুলের দলের বিপক্ষে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন ইনিংসের ২০তম ওভারে।

চেন্নাইয়ের অনুশীলনে ধোনি। ৪১ বছর বয়সেও শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরেন ভারতীয় কিংবদন্তি বল করছিলেন এক ম্যাচ আগেই ৫ উইকেট নেওয়া ইংলিশ পেসার মার্ক উড। উডের গতি যেকোনো উইকেটেই ব্যাটসম্যানদের বিপদে ফেলে। তবে গতকাল ধোনির বেলাতে যেন ভিন্ন ঘটনাই ঘটল। ধোনি ক্রিজে এসে প্রথম বলেই থার্ডম্যানের ওপর দিয়ে বল পাঠালেন সীমানার বাইরে। জানিয়ে রাখা ভালো, আইপিএল ক্যারিয়ারে দুবারই মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ছক্কা মেরেছেন ধোনি, দুবারই এই লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে। ধোনির দ্বিতীয় ছক্কাটা আরও বেশি বিশেষ। উডের বাউন্সারে হুক শটে ৪১ বছর বয়সী ধোনি বল পাঠান ডিপ স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে। ৩ বলে ১২ রানের ইনিংস খেলার পর ধারাভাষ্যকক্ষ থেকেও সাইমন ডুলের একটা আওয়াজ বারবার ভেসে আসছিল, 'অধিনায়ক, তুমি তোমার কাজটা ভালোভাবেই করে ফেলেছ।'

২০তম ওভারে ধোনি এমন কাজ করে আসছেন আইপিএলের ক্যারিয়ারজুড়ে। আইপিএলে শেষ ওভারে ধোনির চেয়ে বেশি রান করতে পারেনি আর কেউ। ইনিংসের শেষ ওভারে ধোনি ৮৮ ইনিংসে ২৭৭ বল খেলে রান করেছেন ৬৭৯, স্ট্রাইক রেট ২৪৫.১২। ৫৫ ছক্কা, ৪৯ চারে শেষ ওভারে ধোনির ২৭৭ বলে ৬৭৯ রানতালিকায় এরপর কে?

এ সময়ে ধোনি চার মেরেছেন ৪৯টি, ছক্কা মেরেছেন আরও বেশি৫৫টি। শেষ ওভারে ২ রান নিয়েছেন ৪৪ বার, ৩ রান নিয়েছেন ২ বার। এই তালিকায় ধোনির পরই আছেন আইপিএল থেকে অবসর নেওয়া কাইরন পোলার্ড। ৬২ ইনিংসে পোলার্ডের রান ৪০৫, স্ট্রাইক রেট ২১৪.২৮। শেষ ওভারে ৩০৫ রান করেছেন চেন্নাইয়ে ধোনির সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজা। এই অলরাউন্ডার খেলেছেন ৬৩ ইনিংস। এরপর এ তালিকায় আছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও দিনেশ কার্তিক। তাঁদের রান যথাক্রমে ২৫৬ ও ২৪৮।

গ্রাণহীন এফডিসিতে নায়কনায়িকা নেই, সিনেমার শুটিংও নেই

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ, সম্পাদনা থেকে শুরু করে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বরাবরই এফডিসি বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে গত এক দশক ধরেই ৬০ বছরের বেশি বয়সী এই প্রতিষ্ঠানের জৌলুশ কমতে শুরু করেছে।

এফডিসির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫৭ সালের এই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের জন্য এই প্রতিষ্ঠান তৈরির বিল সংসদে প্রস্তাব করেছিলেন তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই প্রস্তাবের আলোকে এফডিসি তৈরি হয়েছে বলে এই দিনটিকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসাবে ২০১২ সাল থেকে পালন করছে সরকার।

কিন্তু যে এফডিসি একসময় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল, অভিনয়শুটিং, এডিটিং মিলে সরগরম পরিবেশ ছিল, এখন কেন সেটা অনেকটাই জৌলুসহীন, কর্মহীন পরিবেশে পরিণত হয়েছে? ডিজিটাল, ওভার দ্যা প্লাটফর্ম কনটেন্টের ভিড়ে উপযোগিতা কতটা ধরে রাখতে পারছে এফডিসি?

সোমবার দুপুরে এফডিসিতে গিয়ে সংবাদদাতা দেখতে পান, একটি অংশে চলচ্চিত্র দিবসের অনুষ্ঠান চলছে, সংবাদকর্মী এবং কর্মকর্তাদের ভিড় রয়েছে, কিন্তু এফডিসির বাকি অংশ অনেকটাই নীরব।

কোথাও কোন শুটিং হচ্ছে না, ডাবিং বা এডিটিংয়ের তেমন কোন কাজ নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কোন ভিড় নেই। সেখানকার একজন নিরাপত্তা কর্মী নুরুল হক জানালেন, আগে একসময় প্রতিদিন দুই তিনটি সিনেমার শুটিং হতো। কিন্তু এখন আর খুব একটা সিনেমার শুটিং এখানে হয় না। মাঝে মাঝে কিছু বিজ্ঞাপনের কাজ হয় আর টেলিভিশনের কিছু প্রোগ্রাম হয়।

পুরো এলাকা জুড়ে একটি অলস পরিবেশ। কোথাও কোন কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ছে না। সড়ক, ভবন এমনকি রাস্তাঘাট জুড়ে অযত্নের ছাপ।

এফডিসির পুরো এলাকার অর্ধেকের বেশি অংশের ভবন ভেঙ্গে সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এই ভবনে চলচ্চিত্র নির্মাণ, এডিটিং, স্টুডিও, প্রেক্ষাগৃহ থেকে শুরু করে সিনেমা সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকেও বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের বেশিরভাগ কাজ এফডিসিতে হতো। সেই সময় সপ্তাহে এখানে পাঁচছয়টি চলচ্চিত্রের শুটিং হওয়ারও নজীর রয়েছে। কিন্তু এখন সেই চিত্র বদলে গেছে।

এফডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখানে এখন ডাবিং বা সাউন্ডের কিছু কাজ করা হলেও চলচ্চিত্রে শুটিং হয়না বহুদিন ধরে। বেশিরভাগ নির্মাতা ছবির কাজ করার জন্য ঢাকা ও আশেপাশের বিভিন্ন শুটিং স্পট বেছে নেন। অনেকে দেশের বাইরেও চলে যান।

তবে সেন্সরে যাওয়ার আগে এফডিসির একটা ছাড়পত্র দরকার হয়।

একজন কর্মকর্তা জানালেন, অনেক নির্মাতা এখন ওই ছাড়পত্র ছাড়া আর কোন কাজের জন্যই এফডিসিতে আসেন না।

এফডিসির কর্মকর্তা, চিত্র পরিচালক, শিল্পী এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে এখানে আধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা, এডিটিং প্যানেল ও ডাবিং প্যানেল রয়েছে।

তারপরেও নির্মাতা ও প্রযোজকরা এফডিসির বদলে বাইরের বেসরকারি স্টুডিও বা শুটিং হাউজগুলোকে তাদের কাজের জন্য বেছে নিচ্ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'আমাদের এখানে কাজ করতে যে টাকা খরচ করতে হয়, বাইরের শুটিং হাউজগুলোয় এর চেয়ে কমে তারা করতে পারে। এখানে যেমন শিফট হিসাবে পেমেন্ট করতে হয়, দুই শিফট কাজ হলে দুই শিফটের টাকা দিতে হয়. কিন্তু ওসব জায়গায় তারা প্যাকেজ আকারে সুবিধা পান। আবার ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি মিলিয়ে এখানে তাদের যে খরচ পড়ে, বাইরে কাজ করলে এর চেয়ে কমে করতে পারেন। তাহলে তারা কেন এফডিসিতে আসবেন?''

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ও নাটক ঘিরে অসংখ্য বেসরকারি শুটিং স্পট গড়ে উঠেছে। সেসব স্থানে শুটিংয়ের সুবিধা, ক্যামেরা, এডিটিংসহ এমনকি থাকার সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। ফলে পরিচালক, প্রযোজক এবং নির্মাতারা সেসব স্থানে শুটিং করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

এফডিসির সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখানে কাজ করতে হলে আগে থেকে প্রযোজক সমিতির সদস্য, পরিচালক সমিতির সদস্য হতে হয়। শিল্পী সমিতির সদস্যদের নেয়ার জন্যও চাপ থাকে। ফলে অনেক পরিচালক আর এখানে শুটিং করতে চান না।

চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিহাব সুমন বলছেন, 'এফডিসির সেই রমরমা অবস্থা এখন নেই। এফডিসিতে যেসব ইকুইপমেন্ট আছে, সেগুলোর ভাড়া একটু বেশি। এটা নিয়ে আমরা অনেকদিন বলেছি, কিন্তু কিছু হয়নি। বাইরে অনেক হাউজ তৈরি হয়েছে, সেখানে সবাই চলে যাচ্ছে। কারও বাজেট ভালো হলে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।''

'অতীতে এফডিসির যে গৌরবোজ্জ্বল দিন ছিল, আমাদের যে সোনালী অতীত ছিল তা পুনরুদ্ধার করা অনেক কঠিন। কারণ শিল্প যদি ঘুরে না দাঁড়ায়, তাহলে চলচ্চিত্রের, এফডিসির যে অবস্থান বা মূল্যায়ন, সেটা ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম,'' তিনি বলছেন।

পরিচালকরা বলছেন, এফডিসিতে অনেক নতুন আধুনিক প্রযুক্তির সরঞ্জাম এসেছে, কিন্তু সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ কর্মী নেই। ফলে এসব দামী দামী সরঞ্জামের ঠিকমতো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

'এফডিসিতে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতি আনলেই তো হবে না, সেগুলো চালানোর মতো দক্ষ লোক তো লাগবে। এসব প্যানেল কোন কাজেই আসেনি, কারণ দক্ষ লোক ছিল না। যেসব দামী ক্যামেরা আছে, সেগুলোও পড়ে থাকে। বাইরের হাউজগুলোয় যে কাজ ১০ টাকায় পাওয়া যায়, এখানে করতে গেলে সেটা পড়ে ১৬ টাকা। তাই এখানে বেশিরভাগ পরিচালক কাজ করতে চায় না,'' বলছেন পরিচালক শিহাব সুমন।

ফলে একসময় চলচ্চিত্রের যেসব কর্মকাণ্ড ঢাকার কারওয়ান বাজার সংলগ্ন এফডিসি ঘিরে ছিল, এখন সেটা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শুটিং হাউজগুলোয়। ফলে গুরুত্ব হারিয়েছে এফডিসি।

এতদিন ধরে আয় তেমন না থাকলেও সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি পেয়ে আসলেও চারমাস আগে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এফডিসি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়, এখন থেকে তাদের নিজেদের আয়েই নিজেদের চলতে হবে। কিন্তু কাজ সংকটে এফডিসির আয় কমে যাওয়ায় সেখানকার দুই শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাকি পড়ে রয়েছে।

এফডিসির বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কলাকুশলী কর্মচারী শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বলছেন, ''আমাদের মেশিন আছে, আমাদের টেকনিশিয়ান নাই। আমাদের ভালো জিনিস আছে, কিন্তু সেটা চালানোর মতো লোক নেই। ফলে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারছি না। তাই বাইরের পার্টিকে আমরা টানতে পারছি না, তারা এখানে আসছে না।''

তাদের দাবি, ডিজিটাল কনটেন্টের ওপর দর্শকরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় প্রচলিত সিনেমার প্রতি তাদের আগ্রহ কমে এসেছে। আবার এখন টেলিভিশন বা ওটিটি প্লাটফর্মের জন্য যেসব অনুষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে, তারা যতটা সম্ভব খরচ কমানোর চেষ্টা করেন। এফডিসির সহায়তা না নিয়েও তারা কম খরচে এসব করতে পারছেন।

এফডিসির বড় একটি অংশ ভেঙ্গে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে, যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণে সব ব্যবস্থা থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করছে।

এফডিসি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজকদের আগ্রহ কমে গেছে, সেটা উপলব্ধি করতে পারছে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও।

এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন বলছেন, 'হয়তো পুরনো আদলে হবে না, কোন জিনিসই তো সবসময় টিকে থাকে না, ওটার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়। আপনি জানেন, আমাদের এখানে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। সেখানে কোন একজন নির্মাতা যখন ঢুকবেন, সব কাজ শেষ করে বেরিয়ে যাবেন। সবটা এক জায়গায় করা যাবে। গাজীপুরের কবিরপুরে আমাদের একটা শুটিং স্পট আছে, সেখানেও একজন নির্মাতা গেলে সিনেমার সব কাজ করে বেরিয়ে যেতে পারবেন। সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ওখানে রাখা হয়েছে।

এফডিসিতে কাজ করতে খরচ বেশি হয়, নির্মাতাদের এমন অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'তারা এটা বলেন, কিন্তু আমরা তো দেখি আমাদের যন্ত্রপাতির মানের তুলনায় খরচ আসলে কম। আমরা তাদের বহুবার বলেছি, আপনারা বাইরে থেকে হিসাবটা এনে দেখান, সেটা ওনারা দেখাননি।'

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি এখনো কতটা গুরুত্বপূর্ণ - এই প্রশ্নে চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম বলেন, 'এফডিসি আসলে এখন কোনও সার্ভিস ঠিকমতো দিতে পারে না, এটা আসলে এখন বার্ডেন হয়ে গেছে। তারা পরিচালক-প্রযোজকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে পারছে না, সেই ইচ্ছাও তাদের দেখা যায় না। ফলে বেশিরভাগ পরিচালক-প্রযোজক সেখানে এখন যান না।'

তিনি মনে করেন, 'এটার পরিবর্তন করতে হলে এফডিসির টপ-টু-বটম সবার মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। বেসরকারি খাত যেভাবে সেবা দিচ্ছে, সেইভাবে তাদের সেবার মান বাড়াতে হবে। শুধু ঘড়ি ধরে কাজ করে তো আর চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যায় না।'

আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা হবে একটি, এটি কিভাবে কাজ করবে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ আগামী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ছাতার নিচে এনে কেন্দ্রীয়ভাবে শুধুমাত্র একটি ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসি। এ লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ন্যাশনাল টেস্টিং অথরিটি (এনটিএ) নামে আলাদা কর্তৃপক্ষ গঠনেরও পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সেখানে ইউজিসির কর্মকর্তাসহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা থাকবেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এ পরিকল্পনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে সোমবার ঢাকার আগারগাঁওয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভায় এসব তথ্য জানা যায়। সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্যরাও ছিলেন। তবে এনটিএ কোন ফর্মুলায় কাজ করবে, এর কার্যপরিধি কেমন হবে, কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে, ফলাফল নিরূপণ করা হবে কিভাবে এসব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির বিষয়েএখনও আলোচনা চলছে এবং এ নিয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে ইউজিসি। কর্মকর্তারা বলছেন, ইউজিসি, বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রতিথযশা শিক্ষকরা একটি কমিটি গঠন করবে। সেই কমিটি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে। তবে নতুন এই পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি কমবে, অর্থ সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে ইউজিসি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি এই নিয়মেই হয়। শুধু বাংলাদেশে আলাদা পরীক্ষা হয়ে আসছে। নতুন এই কর্তৃপক্ষ (এনটিএ) হলে ভর্তি পরীক্ষা শৃঙ্খলার মধ্যে আসবে। একটি ভর্তি পরীক্ষার সুবিধা কী বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬টি।

এসব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যে প্রতিবছর গড়ে প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থীকে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে ঘুরে একাধিক পরীক্ষা দিতে হতো।

একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আলাদা করে ফরম কেনা বাবদ খরচ কম নয়।

আবার নতুন শহরে গিয়ে হোটেলে থাকা, বাবা-মায়ের মধ্যে কে নিয়ে যাবেন, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দেয়ার ঝামেলা তো আছেই। সবমিলিয়ে অর্থের পাশাপাশি সময়েরও অপচয় হতো।

শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদেরকে যাতে আর এ ধরনের হয়রানি পোহাতে না হয় সেজন্যে এই একটি ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে, শিক্ষার্থীরা দেশের যেকোনো প্রান্তের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে, একই সময়ে এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। কোথাও আর আলাদা আলাদা পরীক্ষা দিতে হবে না। ওই পরীক্ষায় পাওয়া ফলাফলের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত যেকোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। যেমন, খুলনার কোন শিক্ষার্থী যদি বুয়েটে পড়াশোনা করতে চান তাহলে তাকে ঢাকায় গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে না। কুমিল্লারই কোন একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি এই পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং বুয়েটের চাহিদা অনুযায়ী স্কোর বা নম্বর অর্জন করতে পারলে বুয়েটেও ভর্তি হতে পারবেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে কতো স্কোর থাকতে হবে সেটা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ই নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিবিসি বাংলাকে জানান, এনটিএ'র লক্ষ্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটি পরীক্ষা হলে, এইচএসসি পাস করার পরে শিক্ষার্থীদের আর বসে থাকা লাগবে না। সুনির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হবে। সুনির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শুরু হবে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বাছাই করা সহজ হওয়ায় ফলাফল দিতেও দেরি হব না। বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকগুলো পরীক্ষা দেয়ার ভোগান্তি এবং অভিভাবকদের আর্থিক চাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। তিনি বলেন।

বাংলাদেশে একসময় একেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় পর্যায়েও আলাদা ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো।

এতে শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন ফরম কেনা, নতুন শহরে থাকা খাওয়া বাবদ অর্থ ব্যয় হতো পাশাপাশি নানা ভোগান্তি পোহাতে হতো।

শিক্ষার্থীদের এমন ভোগান্তি থেকে রেহাই দিতে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে গত কয়েক বছর ধরেই আলোচনা চলে আসছে।

যেটি কিনা বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির প্রচলিত পদ্ধতি।

এমন অবস্থায় প্রথম গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া শুরু হয় ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সে সময় শুধুমাত্র সাতটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই গুচ্ছ পদ্ধতিতে বা সমন্বিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পরবর্তীতে অন্যসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর ২০২০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তিনটি গুচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়।

গুচ্ছ তিনটি হল ঃ ১. সাধারণ, ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-প্রকৌশল এবং ৩. কৃষি ও কৃষি প্রধান।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এই তিনটি গুচ্ছে নেওয়া হচ্ছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা আযোজনে রাজি হয়নি।

এদিকে শুরুতে গুচ্ছ ভর্তিতে অংশ নিলেও পরবর্তীতে নানা জটিলতার অভিযোগ তুলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতে গুচ্ছের আসল উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে।

এই অবস্থায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ন্যাশনাল টেস্টিং অথরিটি (এনটিএ) গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ৮০ বিশ্ববিদ্যালয়কে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় আওতায় আনা হলেও সেটি ফলপ্রসূ হয়নি। শতভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আনতে না পারায় সমস্যার কোন উত্তরণ হয়নি। এজন্য সামনের শিক্ষাবর্ষ থেকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পরীক্ষার ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা চলমান গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র মূলত তৈরি হতো বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য এই তিনটি বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির ওপর ভিত্তি করে। যে শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে যে বিষয়ে পড়েছেন তাকে শুধু সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

তবে নতুন পদ্ধতিতে কোন ফর্মুলায় পরীক্ষা নেয়া হবে, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে কিভাবে সেটি এখনও বিচার বিশ্লেষণের পর্যায়ে আছে। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গঠন করার কথা রয়েছে। কিভাবে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ছাতার নীচে আনা যাবে, কোন নিয়মে পরীক্ষা হবে, প্রশ্নপত্র একই হবে নাকি ডিসিপ্লিন অনুযায়ী আলাদা হবে, একক ভর্তি পরীক্ষার স্কোরের সাথে শিক্ষার্থীর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল মিলিয়ে মূল্যায়ন করা হবে কিনা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, এছাড়া এনটিএ গঠন করা, এর আইন ও বিধিমালা তৈরি করা এবং নতুন পদ্ধতির বিষয়ে আস্থা তৈরি করার লক্ষ্যে কমিটি কাজ করবে।

সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর বঙ্গবাজারে আগুন নিয়ন্ত্রণে, ফায়ার সার্ভিস অফিসে হামলা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে কাপড়ের অন্যতম প্রধান মার্কেট বঙ্গবাজারে ভয়াবহ আগুন লাগার সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর সেটি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বেলা সাড়ে বারোটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে পুরোপুরি আগুন নির্বাপন করতে আরো ঘণ্টা খানেক সময় লাগবে বলেও জানান তিনি। মি. মাইন উদ্দিন বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে। আগুন আর ছড়াবে না। নির্বাপনে আনতে সময় লাগবে। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের ৪৮টি ইউনিট কাজ করেছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর দুই শতাধিক কর্মী কাজ করেছে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বিজিবি, পুলিশ, ওয়াসাও একসাথে কাজ করেছেন। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। পুরোপুরি তদন্তের পরই আগুনে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বলা যাবে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের আট জন কর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তারা হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি আছেন। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক জানান, ২০১৯ সালের ২রা এপ্রিল বঙ্গবাজারের এই ভবনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছিল ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে।

কীভাবে মাদকাসক্তদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তালেবান

কাবুল (এজেন্সী) ঃ আমি কিছু মাদক সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম সেতুর নিচে । ঠিক সেই সময় টের পেলাম একটা হাত আমাকে পেছন থেকে ধরে ফেললো। তারা ছিল তালেবানের লোক, এবং আমাদেরকে ধরতেই তারা এসেছিল।

বলছিলেন মোহামেদ ওমর। তিনি তখন ছিলেন কাবুল শহরের পশ্চিম প্রান্তে পুল এ সুখতা নামের একটি সেতুর নিচে। সেখানেই হঠাৎ করে উপস্থিত হয় তালেবান সেনারা। কাবুলের নেশাখোরদের একটা পরিচিত বিচরণস্থল হচ্ছে এই জায়গাটা। কট্টর ইসলামপন্থী গোষ্ঠীটি ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় ফিরে আসার অনেক আগে থেকেই এই পুল এ সুখতা এলাকাটি এ জন্য কুখ্যাত।

গত কয়েক মাস ধরে তালেবান এক অভিযান শুরু করেছে। তারা এই সেতু এলাকা ছাড়াও কাবুলের পার্ক বা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাদকাসক্ত লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এদের অধিকাংশকেই প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় একটি সাবেক মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে - যেটাকে এখন মাদকাসক্তদের জন্য একটা অস্থায়ী পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে।

আফগানিস্তানকে বলা হয় বিশ্বে মাদকাসক্তির রাজধানী। এ দেশটির জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি, আর তা মধ্যে ৩৫ লক্ষই মাদকাসক্ত। এ তথ্য দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাদক ও আইন প্রয়োগ ব্যুরো (বিআইএনএলই)।

কাবুলের পুল এ সুখতা ব্রিজ - যেখান থেকে মোহামেদ ওমরকে আটক করা হয় - সেখানে প্রায়ই দেখা যায় শত শত লোকের সমাগম। দেখা যায়, তারা চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ময়লা আবর্জনা, সিরিঞ্জ, মানুষের মলমূত্র ইত্যাদির মধ্যেই জটলা পাকিয়ে বসে আছে। কখনো কখনো দেখা যায় একটি দুটি মৃতদেহ - যারা অতিরিক্ত মাদক সেবন করেছিল।

এদের পছন্দের মাদক হচ্ছে হেরোইন বা মেথাঅ্যামফিটামিন।

ব্রিজের নিচের জায়গাটিতে তীব্র দুর্গন্ধ। ময়লার স্তুপের মধ্যে খাবারের আশায় কুকুর ঘুরছে। ব্রিজের ওপর দিয়ে গেছে শহরের ব্যস্ত রাস্তা, চলছে গাড়ি ঘোড়া, ফেরিওয়ালারা বিক্রি করছে নানান জিনিসপত্র।

আমি ওখানে যেতাম বন্ধুদের সাথে দেখা করতে, আর নেশা করতে। প্রাণের ভয় আমার ছিল না, কারণ মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে - বলছিলেন ওমর।

যে লোকেরা এসব এলাকায় মাদক সেবন করতে আসে -বলা যায় সমাজ তাদের কথা ভুলে গেছে। পূর্ববর্তী সরকারেরও অবশ্য নীতি ছিল এসব মাদকসেবীদের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে মদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো। কিন্তু তালেবান ক্ষমতায় আসার পর তারা রাস্তা থেকে মাদকাসক্তদের সরিয়ে দেবার উদ্যোগ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

ওরা আমাদের পেটানোর জন্য পাইপ ব্যবহার করতো বলছিলেন ওমর - আমি ব্রিজ ছেড়ে যেতে চাইনি, ওদের ঠেকাতেও চেষ্টা করেছিলাম, তাতে আমার একটা আঙুল ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

আরো অনেকের সাথে ওমরকে ধরে নিয়ে একটা বাসে তোলা হয়। তালেবান সরকার এ ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করেছিল। তাতে দেখা যায়, তালেবান সৈন্যরা ব্রিজের নিচে থেকে অতিরিক্ত মাদকসেবন করে মারা যাওয়া লোকদের দেহ সরিয়ে নিচ্ছে। ধূসর রঙের কাপড়ে জড়িয়ে মৃতদেহগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্য আরো কিছু লোক ছিল জীবিত কিন্তু সংজ্ঞাহীন - তাদেরকে নেয়া হচ্ছে স্ট্রেচারে করে ।

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ওমর যে নিরাময় কেন্দ্রটিতে ওমরকে নিয়ে যাওয়া হয় তা ১,০০০ শয্যার, তবে রোগী আছে ৩,০০০। সেখানকার পরিবেশ খুবই জরাজীর্ণ। রোগীদের সেখানে রাখা হয় মোটামুটি ৪০ দিনের জন্য - এ সময়টা তাদের একটা নিবিড় কর্মসূচির ভেতর দিয়ে যেতে হয় এবং তার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তারা যে আবার মাদক সেবন শুরু করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যাদেরকে তালেবান রাস্তা থেকে তুলে নিচ্ছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। তবে নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াদের মধ্যে কিছু নারী ও শিশুও রয়েছে।

কাবুলের এই মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে আসা অন্য নেশাগ্রস্তদের মতই দেখাচ্ছিল ওমরকে।

তার শরীর হাড্ডিসার হয়ে গেছে, মুখ শুকনো, কর্তৃপক্ষের দেয়া যে বাদামী রঙের পোশাক তার পরনে - সেটা মনে হচ্ছে যেন গা থেকে ঝুলছে।

বিছানার একপাশে বসে তিনি বলছিলেন তার জীবনের কথা।

একসময় আমি ক্যাম এয়ার বিমানসংস্থার একজন ফ্লাইট এ্যাটেড্যান্ট ছিলাম। তখন আজ দুবাই, কাল তুরস্ক, পরশু ইরান - এমনই ছিল আমার জীবন। বলছিলেন ওমর।

আমি পৃথিবীর নানা দেশে গেছি। কখনো কখনো সে বিমানে কোন সাবেক প্রেসিডেন্ট বা এরকম ভিআইপি যাত্রীও ছিলেন।

কাবুলের পতনের পর ওমর চাকরি হারান। অর্থকষ্ট আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে নিয়ে যায় মাদকের দিকে।

উনিশশ নব্বইয়ের দশকে তালেবান যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা আফগানিস্তান থেকে পপি চাষ প্রায় পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে পেরেছিল।

কিন্তু তাদের ২০ বছরব্যাপি বিদ্রোহী তৎপরতার সময় মাদক ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায় তাদের আয়ের অন্যতম উৎস।

এখন তালেবান বলছে, তারা পপি চাষের অবসান ঘটানোর আদেশ দিয়েছে এবং এ নীতি বাস্তবায়নের জন্যও তারা চেষ্টা করছে। কিন্তু জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে আফগানিস্তানে পপি চাষ ৩২ বেড়েছে।

অন্যদিকে এর মধ্যে আফগানিস্তানের অর্থনীতি এখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে - কারণ আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম বৃদ্ধি।

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে আসার পর থেকে ওমরের মধ্যে ভালো হয়ে ওঠার একটা প্রতিজ্ঞা তৈরি হয়েছে।

আমি বিয়ে করতে চাই, পরিবার নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই বলছিলেন ওমর। এ হাসপাতালের ডাক্তাররা খুবই দয়ালু, তারা আমাদের ভালোর জন্য সবকিছুই করছেন।

ডাক্তারদের চোখে, এই কেন্দ্রে যা করা হচ্ছে তা খুবই প্রাথমিক স্তরের কার্যক্রম। তালেবান এখানে ক্রমাগত আরো বেশি লোক পাঠাচ্ছে, আর তাদের রাখার জায়গা বের করতে স্টাফরা হিমশিম খাচ্ছেন।

আমরা সাহায্য চাই - বলছিলেন একজন ডাক্তার - আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন থেকে চলে গেছে, সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলো তো চলে যায়নি।

এখানে যারা চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত পেশাজীবী লোক - যারা একসময় সুন্দর জীবন যাপন করতেন বলছিলেন এই ডাক্তার - কিন্তু আমাদের সামাজিক সমস্যা, দারিদ্র্য এবং কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে এই লোকেরা মাদকে শান্তি খুঁজছে।

স্থানাভাব আর সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ডাক্তাররা সর্বোতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই কেন্দ্রে আসা মাদকসেবীদের সাহায্য করতে।

এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর এই রোগীরা যে আবার মাদক সেবন শুরু করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই বলছেন তারা -কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের মধ্যে একটা ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু সেরকম কোন আশা এখন নেই।

বাখমুটে রুশ পতাকা উত্তোলন, তবে যুদ্ধ চলছে

মাস্কো ঃ রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের প্রধান দাবি করেছেন তিনি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুট শহরের নগর ভবনে রুশ পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। রাতের বেলা তোলা এক ভিডিওতে ওয়াগনার বাহিনীর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বলেছেন আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাখমুট এখন রাশিয়ার অংশ। তবে তিনি স্বীকার করেছেন শহরের পশ্চিমাঞ্চলীয় মহল্লাগুলোতে ইউক্রেনের সৈন্যরা এখনও ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে।

ইউক্রেনের সরকারও জোর দিয়ে বলছে বাখমুট এখনও তাদের সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে।

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় এই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে রাশিয়া গত সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে ইউক্রেন জোরালো ভাষায় দাবি করেছে বাখমুট দখলের যে দাবি ওয়াগনার করেছে তা একেবারেই ভুয়া।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান রোববার সন্ধ্যায় বলেছেন যদিও রাশিয়া বাখমুটের ওপর তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে, ইউক্রেনের

সৈন্যরা সাহসের সাথে শত্রুর হামলা প্রতিহত করছে এবং শহরটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

প্রেসিডেন্টে জেলেনস্কির স্টাফ প্রধান অন্দ্রি ইয়ারস্মাক সাজানো কাল্পনিক বিজয়ের দাবি নিয়ে উদ্বিগ্ন না হতে ইউক্রেনের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইউক্রেনের উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হানা মালিয়ার বলেছেন বাখমুটের দখল নেওয়ার যে ভুয়া দাবি ওয়াগনার প্রধান করেছেন তা হাস্যকর।

তার প্রচারিত ভিডিওতে ওয়াগনারের প্রধান মি. প্রিগোশিন বলেন বাখমুটের নগরভবনে তোলা পতাকার ওপর লেখায় রোববার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে বিস্ফোরণে নিহত রুশ সামরিক ব্লগার ভ্লাদলেন তাতারস্কির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। তবে বিবিসি নিরপেক্ষ সূত্র থেকে এই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

গবেষণা সংস্থা ইন্সটিটিউট অব ওয়ার (আইএডব্লিউ) রোববার তাদের এক এক বিশ্লেষণে বলেছে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা এখনও বাখমুটের সিংহভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে - যদিও রুশ সৈন্যরা দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে থেকে শহরটি ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। ওয়াগনার, যারা নিজেদেরকে বেসরকারি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচয় দেয়, বাখমুট যুদ্ধে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে এবং এই যুদ্ধে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে।

রাশিয়ার বিভিন্ন কারাগার থেকে হাজার হাজার দণ্ডিত অপরাধীদের বের করে এনে ওয়াগনার বাহিনীতে ঢুকিয়ে অল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে বাখমুটের রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। তবে, পাশাপাশি রুশ সৈন্যরাও বাখমুটে লড়াই করছে।

গত কয়েকমাস ধরে বাখমুটের দখল নিয়ে চলা রক্তক্ষয়ী লড়াইতে দুই পক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধা মারা গেছে।

ধারণা করা হয়, ইউক্রেনের চেয়ে রুশ পক্ষের প্রাণহানি হয়েছে অনেক বেশি। পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে দেওয়া গোয়েন্দা বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে বাখমুট দখলের যুদ্ধে ২০ থেকে ৩০ হাজার রুশ সৈন্য মারা গেছে।

বাখমুট ১২০০ মাইল রণাঙ্গনের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও কেন মাসের পর মাস ধরে দুই পক্ষই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এমন মরিয়া হয়ে লড়ছে?

রুশ কম্যান্ডাররা মনে করছেন বাখমুটের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে এই শহরটিকে ভিত্তি করে ইউক্রেনের আরও এলাকা দখলের চেষ্টা সহজ হবে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ডিসেম্বরে এক বিশ্লেষণে বলেছিল বাখমুটের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারলে রাশিয়া কাছের ক্রমাটরস্ক এবং স্লোভিয়ানস্কের মত বড় বড় শহরগুলোর ওপর হুমকি তৈরি করতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া, রুশ ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগানারের জন্য এই যুদ্ধে জেতা এখন মর্যাদার লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাহিনীর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন মনে করছেন বাখমুটের যুদ্ধে সাফল্য না দেখাতে পারলে ক্রেমলিনে তার প্রভাব এবং সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। বাখমুটের সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব আসলে কতটা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে ইউক্রেন এই যুদ্ধকে রাশিয়ার সামরিক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি বাড়ানোর একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করছে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন। গত সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা লড়াইতে পূর্ব ইউক্রেনের শিল্পসমৃদ্ধ শহরটিতে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

শহরের ডেপুটি মেয়র সম্প্রতি বিবিসিকে বলেন, শহরে এখন মাত্র কয়েক হাজার মানুষ রয়ে গেছেন যারা আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টারে গ্যাস, বিদ্যুৎ বা জল সরবরাহ ছাড়া আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন।

শহরটি প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন একটি ভবনও নেই যেখানে যুদ্ধের নিশানা নেই, বলেন বাখমুটের ডেপুটি মেয়র ওলেকসান্দার মার্চেঙ্কো।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়ার দখল থেকে বেশ কিছু এলাকা পুনর্দখলের অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জার্মানির তৈরি অত্যাধুনিক লেপার্ড ট্যাংক সহ আধুনিক পশ্চিমা ভারী অস্ত্র আসতে শুরু করলেই ইউক্রেন পাল্টা অভিযান শুরু করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।